শিশু আইন ২০১০
(প্রস্তাবিত খসড়া)

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিশু আইন ২০১০

প্রথম ভাগ

প্রারম্ভিক

প্রথম অধ্যায়

সাধারণ বিধানাবলী

ধারা ১ঃ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ । -

ধারা ২ঃ সংজ্ঞা ।-

ধারা ৩ঃ আইনের প্রাধান্য ।-

ধারা ৪ঃ উদ্দেশ্যসমূহ ।-

ধারা ৫ঃ সাধারণ মূলনীতিসমূহ ।-

দ্বিতীয় ভাগ

এই আইনের অধীনে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও কর্মকর্তাগণ সম্পর্কিত সাধারন বিধানাবলী

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজসেবা কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও প্রবেশন কর্মকর্তা,

ধারা ৬ঃ সমাজসেবা কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ।-

ধারা ৭ঃ প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ ।-

তৃতীয় অধ্যায়

শিশু কল্যাণ বোর্ড

ধারা ৮ঃ শিশু কল্যাণ বোর্ড ।-

চতুর্থ অধ্যায়

পুলিশ

ধারা ৯ঃ শিশুবান্ধব পুলিশ কর্মকর্তা ।-

পঞ্চম অধ্যায়

শিশু-আদালত

ধারা ১০ঃ শিশু-আদালত প্রতিষ্ঠা ।-

ধারা ১১ঃ শিশু-আদালতের ক্ষমতাসমূহ, ইত্যাদি ।-

ধারা ১২ঃ শিশু-আদালতের অধিবেশন, ইত্যাদি ।-

ধারা ১৩ ঃ বিচার প্রক্রিয়ায় শিশুর অংশগ্রহণের অধিকার ।-

ধারা ১৪ঃ শিশু-আদালতে যাহারা হাজির হইতে পারিবে ।-

ধারা ১৫ঃ অভিযুক্ত শিশুর মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবকের শিশু-আদালতে হাজিরা, ইত্যাদি ।-

ধারা ১৬ঃ শিশু-আদালত হইতে সংশ্লিষ্ট শিশু ব্যতীত অন্য সকল ব্যক্তিকে প্রত্যাহার ।-

ধারা ১৭ঃ শিশু-আদালতের কার্যক্রমের গোপনীয়তা ।-

ধারা ১৮ঃ শিশু-আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ।-

ধারা ১৯ঃ আপীল ও পুনর্বিবেচনা ।-

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিশুদের জন্য প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ

ধারা ২০ঃ সরকারী উদ্যোগে প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান ।-

ধারা ২১ঃ বেসরকারী উদ্যোগে প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান ।-

ধারা ২২ঃ প্রত্যয়নপত্রের আবেদন প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা বা প্রত্যয়নপত্র প্রত্যাহার ।-

ধারা ২৩ঃ প্রত্যয়নপত্রের আবেদন প্রত্যাখানের বিরূদ্ধে আপীল ।-

ধারা ২৪ঃ প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের শিশুদের বিষয়ে অধিদপ্তরকে অবহিতকরন ।-

ধারা ২৫ঃ ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র সমর্পণ ।-

ধারা ২৬ঃ প্রত্যয়নপত্র প্রত্যাহার বা সমর্পণের ফলাফল ।-

ধারা ২৭ঃ প্রত্যয়নপত্র প্রত্যাহার বা সমর্পণের পর শিশুদের অপসারণ ।-

ধারা ২৮ঃ পরিচর্যার ন্যূনতম মান ।-

ধারা ২৯ঃ প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যবেক্ষণ ও পরিদশর্নের জন্য পরিদর্শন পর্ষদ নিয়োগ ।-

ধারা ৩০ঃ মহাপরিচালক কর্তৃক প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ।-

সপ্তম অধ্যায়

আইনগত প্রতিনিধিত্ব ও আইনগত সহায়তা

ধারা ৩১ঃ আইনগত প্রতিনিধিত্ব অবশ্য পূরনীয় ।-

ধারা ৩২ঃ আইনগত প্রতিনিধির উপস্থিতি ।-

ধারা ৩৩ঃ অপর্যাপ্ত আইনগত প্রতিনিধিত্ব ও অসদাচরণ ।-

তৃতীয় ভাগ

শিশুর বিশেষ পরিচর্যা এবং সুরক্ষা

অষ্টম অধ্যায়

সাধারণ বিধানাবলী

ধারা ৩৪ঃ মাতা-পিতা কর্তৃক লালনপালন ও পরিচর্যা ।-

ধারা ৩৫ঃ যেই শিশুর বিশেষ পরিচর্যা এবং সুরক্ষা প্রয়োজন ।-

নবম অধ্যায়

বিশেষ পরিচর্যা ও সুরক্ষার প্রয়োজন এমন শিশুকে শিশু কল্যাণ বোর্ডে প্রেরণ

ধারা ৩৬ঃ কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক সমাজসেবা কর্মকর্তা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সমাজকর্মী বা প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট শিশুকে অর্পণ ।-

ধারা ৩৭ঃ পুলিশ কর্তৃক সমাজসেবা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট শিশুকে অর্পণ ।-

ধারা ৩৮ঃ বিশেষ পরিচর্যা ও সুরক্ষা প্রয়োজন এমন শিশুর প্রাথমিক যাচাই ।-

ধারা ৩৯ঃ কেস ম্যানেজার (Case manager) নিয়োগ এবং স্বতন্ত্র পরিচর্যা পরিকল্পনা প্রনয়ণ ।-

ধারা ৪০ঃ শিশু কল্যাণ বোর্ডে প্রেরণ ।-

ধারা ৪১ঃ শিশু-আদালতে প্রেরণ ।-

দশম অধ্যায়

পরিচর্যা ব্যবস্থাসমূহ

ধারা ৪২ঃ পরিচর্যা ব্যবস্থার ধরণ ।-

ধারা ৪৩ঃ মাতা-পিতার সহিত পূণঃএকত্রীকরণ ।-

ধারা ৪৪ঃ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচর্যা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ।-

ধারা ৪৫ঃ পরিচর্যা ব্যবস্থার মেয়াদ ।-

চতুর্থ ভাগ

আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু

একাদশ অধ্যায়

সাধারণ বিধানাবলী

ধারা ৪৬ঃ আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর বিশেষ পরিচর্যা ।-

ধারা ৪৭ঃ অপরাধের শিকার শিশু বা সাক্ষী শিশুর গোপনীয়তা ।-

ধারা ৪৮ঃ অপরাধের শিকার শিশু ও শিশু সাক্ষী সম্পর্কে অবহিত করিবার দায়িত্ব ।-

ধারা ৪৯ঃ অপরাধের শিকার ও শিশু সাক্ষীর সুরক্ষা কেন্দ্র ।-

দ্বাদশ অধ্যায়

বিচার চলাকালীন ‘অপরাধের শিকার’ শিশু ও ‘শিশু সাক্ষী’কে সহায়তা

ধারা ৫০ঃ সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ ।-

ধারা ৫১ঃ ভাষা, দোভাষী ও অন্যান্য বিশেষ সহায়তামূলক পদক্ষেপ ।-

ধারা ৫২ঃ আদালত কক্ষে সুবিধাসমুহ ।-

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তদন্ত পর্যায়

ধারা ৫৩ঃ বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তদন্তকারী ।-

ধারা ৫৪ঃ সহায়ক ব্যক্তি ।-

ধারা ৫৫ঃ অভিযুক্ত ব্যাক্তির মুক্তির ক্ষেত্রে সহায়ক ব্যক্তির কর্তব্য ।-

চর্তুদশ অধ্যায়

বিচার পরবর্তী সময়কাল

ধারা ৫৬ঃ পুনরুদ্ধার ও ক্ষতিপূরণের অধিকার ।-

ধারা ৫৭ঃ বিচারের ফলাফল সম্পর্কে তথ্য ।-

ধারা ৫৮ঃ দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির মুক্তির তথ্য ।-

পঞ্চম ভাগ

আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু

পঞ্চদশ অধ্যায়

সাধারণ বিধানাবলী

ধারা ৫৯ঃ শিশুদের সম্বন্ধে পরিভাষাসমূহের ব্যবহার । -

ধারা ৬০ঃ দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে অযোগ্যতার নিরসন ।-

ষোড়শ অধ্যায়

গ্রেফতার, জামিন এবং তদন্ত

ধারা ৬১ঃ গ্রেফতার ।-

ধারা ৬২ঃ পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক মাতা-পিতা ও প্রবেশন কর্মকর্তাকে অবহিত করণের বিধান ।-

ধারা ৬৩ঃ পুলিশ কর্তৃক সতর্কীকরণ ও জামিন ।-

সপ্তদশ অধ্যায়

বিকল্প পন্থা

ধারা ৬৪ঃ বিকল্প পন্থাসমূহ ।-

ধারা ৬৫ঃ বিকল্প পন্থার লভ্যতা ।-

ধারা ৬৬ঃ বিকল্প পন্থার মেয়াদ ।-

ধারা ৬৭ঃ পারিবারিক সম্মেলন ।-

ধারা ৬৮ঃ অপরাধের শিকার ও অপরাধ সংঘটনকারীর মধ্যে মীমাংসা ।-

ধারা ৬৯ঃ বিকল্প পন্থা আদেশ পালনে ব্যর্থতা । -

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিচার চলাকালীন আদালতের কার্যপ্রনালী

ধারা ৭০ঃ শিশু-আদালত কর্তৃক বয়স অনুমান ও নির্ধারণ ।-

ধারা ৭১ঃ শিশুকে বিকল্প পন্থায় পরিচালিত করিবার শিশু আদালতের ক্ষমতা ।-

ধারা ৭২ঃ শিশু আদালত কর্তৃক আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর মুক্তি প্রদান বা জামিন ।-

ধারা ৭৩ঃ সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন ।-

ধারা ৭৪ঃ বিচার চলাকালীন সময়ে শিশুকে আটক রাখা ।-

ধারা ৭৫ঃ শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কের একত্রে বিচার করা চলিবে না ।-

ধারা ৭৬ঃ বিচার সমাপ্তির সময়সীমা ।-

ধারা ৭৭ঃ বাদ দেওয়া না হইলে কোড এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে ।–

ঊনবিংশ অধ্যায়

দণ্ডাদেশ

ধারা ৭৮ঃ শিশুকে এই অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী দণ্ডাদেশ দেওয়া হইবেঃ

ধারা ৭৯ঃ নির্দিষ্ট ধরনের শাস্তি নিষিদ্ধ ।-

ধারা ৮০ঃ অ-প্রাতিষ্ঠানিক আদেশসমূহ ।-

ধারা ৮১ঃ মাতা-পিতার উপর অর্থদণ্ড প্রদান করিবার আদেশ ।-

ধারা ৮২ঃ উপ-প্রাতিষ্ঠানিক আদেশসমূহ ।-

ধারা ৮৩ঃ প্রাতিষ্ঠানিক আদেশসমূহ ।-

ধারা ৮৪ঃ মাতা-পিতার করণীয় ।-

ধারা ৮৫ঃ পলাতক শিশু সম্পর্কে করণীয় ।-

ধারা ৮৬ঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্থানান্তর ।-

ধারা ৮৭ঃ নির্দিষ্ট বিরতিতে পর্যালোচনা ও মুক্তি প্রদান ।-

ষষ্ঠ ভাগ

প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা সংঘটিত শিশু সংক্রান্ত বিশেষ অপরাধসমূহ

বিংশ অধ্যায়

ধারা ৮৮ঃ শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতার দণ্ড ।-

ধারা ৮৯ঃ শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগের দণ্ড ।-

ধারা ৯০ঃ শিশুর দায়িত্বে থাকাকালে নেশাগ্রস্থ হইবার দণ্ড ।-

ধারা ৯১ঃ শিশুকে নেশাগ্রস্তকারী মাদকদ্রব্য কিংবা বিপজ্জনক ঔষধ প্রদানের দণ্ড ।-

ধারা ৯২ঃ মদ কিংবা বিপদজ্জনক ঔষধ বিক্রয়ের স্থান সমূহে প্রবেশের অনুমতিদানের দণ্ড ।-

ধারা ৯৩ঃ শিশুকে বাজী ধরিতে বা ঋণ গ্রহণে প্ররোচনা দেওয়ার দণ্ড ।-

ধারা ৯৪ঃ শিশুর নিকট হইতে দ্রব্যাদি বন্ধক গ্রহণ বা ক্রয় করার দণ্ড ।-

ধারা ৯৫ঃ শিশুকে যৌনপল্লীতে থাকার অনুমতিদানের দণ্ড ।-

ধারা ৯৬ঃ অসৎ পথে পরিচালনা করা বা করিতে উৎসাহ দানের জন্য দণ্ড ।-

ধারা ৯৭ঃ শিশু কর্মচারীদেরকে শোষণের দণ্ড ।-

ধারা ৯৮ঃ সংবাদ মাধ্যম কর্তৃক কোন গোপন তথ্য প্রকাশ ।-

ধারা ৯৯ঃ শিশুকে পলায়নে সহায়তার দণ্ড ।-

ধারা ১০০ঃ মিথ্যা তথ্য প্রদানের ক্ষতিপূরণ ।-

ধারা ১০১ঃ এই ভাগে বর্ণিত অপরাধ আমলযোগ্য ।-

সপ্তম ভাগ

একবিংশ অধ্যায়

বিবিধ বিধানাবলী

ধারা ১০২ঃ বিধি প্রনয়নের ক্ষমতা ।-

ধারা ১০৩ঃ শিশুর উপর জিম্মাদারের নিয়ন্ত্রণ ।-

ধারা ১০৪ঃ এই আইনের অধীনে গৃহীত মুচলেকা ।-

ধারা ১০৫ঃ আইনী হেফাজত ।-

২০১০ সনের ... নং আইন

শিশুর হেফাজত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা এবং অভিযুক্ত শিশু-কিশোরদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত সকল আইনসমূহের যুগপোযোগী ও সংহতকরণকল্পে প্রণীত আইন ।

যেহেতু শিশুর হেফাজত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা এবং অভিযুক্ত শিশু-কিশোরদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত সকল আইন, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ এর আলোকে যুগোপযোগী ও সংহতকরণকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা শিশু আইন ১৯৭৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

প্রথম ভাগ

প্রারম্ভিক

প্রথম অধ্যায়: সাধারণ বিধানাবলী

ধারা ১ঃ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ ।-

(১) এই আইন শিশু আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে ।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে ।

(৩) এই আইন বাংলাদেশের সকল শিশু এবং বিশেষ করিয়া ক) যাহাদের বিশেষ পরিচর্যা ও সুরক্ষা প্রয়োজন খ) যাহারা অপরাধের শিকার বা সাক্ষী হিসাবে আইনের সংস্পর্শে আসে এবং গ) যাহারা আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত, তাহাদের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে ।

ধারা ২ঃ সংজ্ঞা ।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "অধিদপ্তর" অর্থ সমাজসেবা অধিদপ্তর;

(খ) "অভিভাবক" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি, যিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিশুর হেফাজত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন এবং শিশুর উপর যাহার পূর্ণ নিয়ন্ত্রন থাকে;

(গ) "আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু" অর্থ এমন শিশু, যে বাংলাদেশের আইনের অধীনে কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত অথবা বিচারে দোষী সাব্যস্ত;

(ঘ) "আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু" অর্থ এমন শিশু, যে কোন অপরাধের শিকার বা সাক্ষী অথবা যাহার বিশেষ পরিচর্যা ও সুরক্ষা প্রয়োজন;

(ঙ) "উপযুক্ত ব্যক্তি" অর্থ সমাজের প্রাপ্তবয়স্ক যে কোন মহিলা বা পুরুষ যাহার শিশুকে উপদেশ, দিক নির্দেশনা এবং সাময়িক বা দীর্ঘমেয়াদী পরিচর্যা প্রদানের সামর্থ রহিয়াছে;

(চ) "এতিম" অর্থ সেই শিশু, যে তাহার মাতা-পিতার যে কোন একজনকে বা উভয়কেই হারাইয়াছে;

(ছ) "কোড" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act 5 of 1898);

(জ) "তত্ত্বাবধান" অর্থ শিশুর যথাযথ দেখাশোনা ও হেফাজত নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে শিশুকে তাহার মাতা-পিতা, অভিভাবক, আত্মীয়, প্রবেশন কর্মকর্তা, সমাজসেবা কর্মকর্তা কিংবা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রনাধীন রাখা ।

(ঝ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ঞ) "নিরাপদ স্থান" অর্থ এইরূপ স্থান বা প্রতিষ্ঠান, যাহার কর্তৃপক্ষ বা ব্যবস্থাপক, আইনের বিধান অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত শিশুকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক;

(ট) "প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান" অর্থ এই আইনের ২০ ও ২১ ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান;

(ঠ) "প্রবেশন কর্মকর্তা" অর্থ এই আইনের (৭) ধারার অধীনে নিযুক্ত কর্মকর্তা;

(ড) "প্রাপ্তবয়স্ক" অর্থ এইরূপ ব্যক্তি যিনি শিশু নহেন;

(ঢ) "পুনরুদ্ধারমূলক বিচার" অর্থ এমন একটি ব্যবস্থা, যাহার মাধ্যমে অপরাধের শিকার, অপরাধী ও সমাজের উপযুক্ত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা গ্রহণ করা হয়;

(ণ) "বিকল্প ব্যবস্থাসমূহ" অর্থ দোষী সাব্যস্ত শিশুকে কারাদণ্ড কিংবা অন্য কোন উপায়ে আটক না রাখিয়া তাহার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক বা শিক্ষাগত পটভূমি বিবেচনা সাপেক্ষে অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ত) "বিকল্প পন্থা" অর্থ আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর ক্ষেত্রে প্রচলিত ফৌজদারী বিচার কার্যক্রম গ্রহণ না করিয়া, তাহার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক বা শিক্ষাগত পটভূমি বিবেচনা সাপেক্ষে একটি অনানুষ্ঠানিক বিকল্প ও শিশু বান্ধব প্রক্রিয়া;

(থ) "বিশেষ পরিচর্যা ও সুরক্ষা প্রয়োজন শিশু" অর্থ এই আইনের ৩৫ ধারায় উল্লেখিত শিশু;

(দ) "ভিক্ষা" করা অর্থ-

(১) অর্থ বা দ্রব্যাদি চাওয়া বা গ্রহণের উদ্দেশ্যে নিজেকে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া;

(২) অর্থ বা দ্রব্যাদি চাহিবার কিংবা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন বাড়ী বা আঙ্গিনায় প্রবেশ করা;

(৩) অর্থ বা দ্রব্যাদি প্রাপ্তি বা আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন ক্ষত, ঘা, জখম, বিকলাঙ্গতা বা ব্যাধি প্রদর্শন করা কিংবা অনাবৃত করিয়া রাখা;

(৪) দৃশ্যতঃ জীবন ধারণের কোন উপায় না থাকায় প্রকাশ্য স্থানে এমনভাবে ঘুরিয়া বেড়ানো কিংবা অবস্থান করা যাহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ব্যক্তি কোন অর্থ বা দ্রব্যাদি চাহিয়া বা গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করেন; এবং

(৫) নাচ, গান, ভাগ্য গণনা, পবিত্র স্তবক পাঠ অথবা কলা-কৌশল প্রদর্শন করতঃ ভান করিয়া হউক বা না হউক কোন প্রকাশ্য স্থানে কোন অর্থ বা দ্রব্যাদি চাওয়া বা গ্রহণ করা;

(ধ) "শিশু" অর্থ এমন ব্যক্তি যাহার বয়স ১৮ বৎসরের নীচে;

(ন) "শিশু-আদালত" অর্থ এই আইনের ১০ ধারার অধীনে গঠিত আদালত;

(প) "সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন" অর্থ আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর পারিবারিক ও সামাজিক পটভূমি এবং কোন্ প্রেক্ষাপটে কথিত অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে- সেই বিষয়ে প্রবেশন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন;

(ফ) "সমাজসেবা কর্মকর্তা" অর্থ এই আইনের (৬) ধারার অধীনে নিযুক্ত কর্মকর্তা;

ধারা ৩ঃ আইনের প্রাধান্য ।-

আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে ।

ধারা ৪ঃ উদ্দেশ্যসমূহ । -

এই আইনের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হইতেছে একটি শিশু বান্ধব পদ্ধতিতে শিশুদের পরিচর্যা ও সুরক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা, যাহা নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলিকে নিশ্চিত করিবে-

(ক) শিশুদের যথাযথ পরিচর্যা ও সুরক্ষা করা;

(খ) শিশুদেরকে তাহাদের স্বাভাবিক পরিবেশে বিশেষতঃ তাহাদের মাতা-পিতা, বর্ধিত পরিবার ও সমাজে পুনর্বাসন ও পুনঃএকত্রীকরণ;

(গ) বিচার পদ্ধতি ও সমাজকল্যাণ ব্যবস্থায় শিশুদের উপযোগী পদ্ধতি ব্যবহার করা;

(ঘ) আটকাবস্থাকে সর্বশেষ পন্থা এবং যথাসম্ভব স্বল্পতম মেয়াদের জন্য প্রয়োগ করা;

(ঙ) আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুদের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব "বিকল্প পন্থা" ও "বিকল্প ব্যবস্থা" গ্রহণ করা;

ধারা ৫ঃ সাধারণ মূলনীতিসমূহ ।-

(ক) বৈষম্যহীনতা-

এই আইনের বিধান সাপেক্ষে এই আইনটি কোন প্রকার বৈষম্য ব্যতিরেকে সকল শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে অর্থাৎ শিশুর নিজের বা তাহার মাতা-পিতার বা আইনানুগ অভিভাবকের জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্যান্য মতামত, জাতীয়তা, নৃগোষ্ঠীগত বা সামাজিক উৎস পরিচয়, সম্পত্তি, অক্ষমতা, জন্মগত ও অন্যবিধ মর্যাদা নির্বিশেষে সমানভাবে প্রযোজ্য হইবে।

(খ) শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ সংরক্ষণ-

সরকারি বা বেসরকারি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান, আদালত, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বা জাতীয় সংসদ এবং পরিবার, যাহার দ্বারাই গৃহীত হউক না কেন, শিশু বিষয়ক সকল আইন, বিধি, নীতি ও কার্যক্রমে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ সংরক্ষণই হইবে প্রাথমিক বিবেচনা।

(গ) শিশুর মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন-

শিশুর স্বার্থ-সংশিষ্ট যে কোন কার্যক্রমে শিশুর অংশগ্রহনের ও মতামত প্রদানের অধিকার থাকিবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শিশুর উক্তরূপ সিদ্ধান্ত বিবেচনায় লইবেন।

(ঘ) জীবন, সুস্থভাবে বেঁচে থাকা ও বিকাশের অধিকার-

এই আইনের অধীনে শিশুদের বিষয় দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, কর্মকর্তাগণ বা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিশুর জীবন, সুস্থভাবে বেঁচে থাকা ও বিকাশের অধিকারকে নিশ্চিত করিবেন।

(ঙ) শিশুর মর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন -

এই আইনের অধীনে শিশুদের বিষয় দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, কর্মকর্তাগণ বা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিশুদের সহিত মানবিক আচরণ করিবে এবং তাহাদের সহজাত মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে। কোন শিশুই নির্যাতন কিংবা অন্য কোন নিষ্ঠুর, অমানবিক বা মর্যাদা হানিকর কোন আচরণ বা শাস্তির শিকার হইবে না।

দ্বিতীয় ভাগ

এই আইনের অধীনে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও কর্মকর্তাগণ সম্পর্কিত সাধারন বিধানাবলী

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজসেবা কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও প্রবেশন কর্মকর্তা

ধারা ৬ঃ সমাজসেবা কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।-

(১) সরকার প্রত্যেক জেলায় আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু এবং যে সমস্ত শিশুর বিশেষ পরিচর্যা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন, সেই সমস্ত শিশুদের বিষয়ে কর্তব্য পালনের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক সমাজসেবা কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে;

(২) সমাজসেবা কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিধি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেনঃ

(ক) বিশেষ পরিচর্যা ও সুরক্ষা প্রয়োজন এমন শিশুর ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহ চিহ্নিত করিতে তাহাদের মাতা-পিতা বা অভিভাবকের সন্ধান করা ও তাহাদের সহিত যোগাযোগ করার কাজে পুলিশের সহিত সমন্বয় সাধন করা;

(গ) এই আইনের প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা;

ধারা ৭ঃ প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ।-

(১) সরকার প্রত্যেক জেলায় আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুদের বিষয়ে কর্তব্য পালনের জন্য একজন প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে। যেইসব জেলায় এইরূপ প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয় নাই; সেইখানে সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা কর্মকর্তাগণ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) প্রবেশন কর্মকর্তা বিধি অনুযায়ী আইনগত প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত দায়িত্বসমূহ পালন করিবেন ঃ

থানায়-

(ক) আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুদের সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহ চিহ্নিত করিতে পুলিশের সহিত যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করা;

(খ) যে সমস্ত শিশুকে থানায় আনা হয়, তাহাদের মাতা-পিতাকে উক্ত বিষয়ে অবহিত করিবার জন্য তাহাদের মাতা-পিতার সন্ধান করা ও তাহাদের সহিত যোগাযোগ করিতে পুলিশ কর্মকর্তাকে সহায়তা করা;

(গ) তাৎক্ষনিকভাবে পুলিশ কর্মকর্তার সহিত উক্ত মামলার মূল্যায়নপূর্বক "বিকল্পপন্থা" অবলম্বন ও পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক শিশুর জামিনের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ব্যবস্থা করা;

(ঘ) যদি শিশু পুলিশের নিকট হইতে কোন কারণে জামিনে মুক্তি না পায় কিংবা বিকল্পপন্থা গ্রহণ করা সম্ভব না হয়, সেইক্ষেত্রে আদালতে প্রথম হাজিরার পূর্বে উক্ত শিশুর জন্য নিরাপদ স্থান নির্ধারণ করা ;

আদালতে-

(ঙ) বিচার চলাকালীন সময়ে শিশুকে সঙ্গ প্রদান করা ;

(চ) আদালতের নির্দেশ মোতাবেক সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র বা অন্য প্রতিষ্ঠানে-

(ছ) প্রত্যেক শিশুর জন্য আলাদা নথি সংরক্ষন করা;

(জ) শিশুর সহিত নিয়মিত বিরতিতে সাক্ষাত করা বা শিশু যখন সাক্ষাত করিতে চায়, সেই সময় তাহাকে সাক্ষাত প্রদান করা;

(ঝ) লক্ষ্য রাখা যে, শিশুটির আত্মীয় অথবা যাহার তত্ত্বাবধানে শিশুটিকে রাখা হইয়াছে, তিনি উক্তরূপ তত্ত্বাবধানের শর্তাবলী সঠিকভাবে পালন করিতেছেন;

(ঞ) শিশুর আচারণ সম্পর্কে ও শিশুর জন্য গৃহীত ব্যবস্থার যথার্যতা সম্পর্কে আদালতে নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করা;

(ট) শিশুকে উপদেশ দেওয়া, সহায়তা করা, শিশুকে বন্ধুভাবাপন্ন করিয়া তোলা এবং প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের চেষ্টা করা; এবং

(ঠ) অন্য যে কোন নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা;

অ-প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে-

(ড) বিকল্প উপায়ের শর্তাবলী পর্যবেক্ষণ করা;

(ঢ) আদালত কর্তৃক নির্ধারিত বিকল্প উপায়ের কার্যকারিতা সম্পর্কে আদালতে নিয়মিত বিরতিতে প্রতিবেদন দাখিল করা ।

তৃতীয় অধ্যায়
শিশু কল্যাণ বোর্ড

ধারা ৮ঃ শিশু কল্যাণ বোর্ড ।-

(১) যেইসব শিশুদের বিশেষ পরিচর্যা ও সুরক্ষা প্রয়োজন, সেইসব শিশুদের বিষয়ে অত্র আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে সরকার প্রত্যেক জেলায় ও উপজেলায় একটি করিয়া শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠন করিবে;

(২) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উক্ত বোর্ড এর গঠন এবং পরিচালনা পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে;

(৩) শিশু কল্যাণ বোর্ড সমাজকর্মী বা সমাজসেবা কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রেরিত বিশেষ পরিচর্যা ও সুরক্ষা প্রয়োজন এমন শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ।

(৪) বোর্ড যেইক্ষেত্রে যথাযথ মনে করিবে, সেইক্ষেত্রে কোন শিশুকে শিশু-আদালতে প্রেরণ করিতে পারিবে, বিশেষতঃ যেইক্ষেত্রে শিশুকে তাহার মাতা-পিতার তত্ত্বাবধান হইতে দীর্ঘ সময়ের জন্য অপসারণ করিবার সম্ভাবনা থাকে ।

চতুর্থ অধ্যায়
পুলিশ

ধারা ৯ঃ শিশুবান্ধব পুলিশ কর্মকর্তা ।-

(১) সরকার প্রত্যেক থানায় সাব-ইন্সপেক্টর এর নিম্নে নহে এমন একজন কর্মকর্তাকে শিশুবান্ধব পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করিবে এবং বিধি দ্বারা তাহার কার্যক্রম নির্ধারিত করিবে;

(২) সকল থানা এই আইনের অধীনে গৃহীত শিশুদের মামলার জন্য একটি পৃথক রেজিস্টার সংরক্ষন করিবে। প্রতি মাসে শিশুদের মামলার সকল তথ্য প্রতিবেদন আকারে থানা হইতে পুলিশ সুপারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, যিনি এইসব তথ্য একত্রিত করিয়া মাসিক ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন পুলিশ সদর দপ্তরে প্রেরণ করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়
শিশু আদালত

ধারা ১০ঃ শিশু-আদালত প্রতিষ্ঠা।-

কোড-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রত্যেক জেলার জন্য একটি শিশু-আদালত প্রতিষ্ঠা করিবে অথবা উক্তরূপ আদালত প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত একজন বিচারককে শিশু-আদালতে বিচার্য মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য এখতিয়ার ও দায়িত্ব প্রদান করিবে।

ধারা ১১ঃ শিশু-আদালতের ক্ষমতাসমূহ, ইত্যাদি।-

(১) শিশু-আদালত, অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত শিশুদের সকল প্রকার মামলার বিচার করিবে, সেইক্ষেত্রে উক্ত শিশু কোন্ আইনের অধীনে অভিযুক্ত হইয়াছে তাহা বিবেচনায় আনা হইবে না, এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য কার্যধারা গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করিবে, কিন্তু এই আইনের ষষ্ঠ ভাগে উল্লিখিত কোন অপরাধের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় জড়িত কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মামলার বিচার করিবার ক্ষমতা এইরূপ আদালতের থাকিবে না;

(২) কোন জেলায় শিশু-আদালত গঠন করা না হইলে, কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত শিশুর বিরুদ্ধে আনীত কোন মামলার বিচার করা অথবা এই আইনের অধীন অন্য কোন কার্যধারা গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা এই আইনের ১০ ধারায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিচারক ব্যতীত অন্য কোন আদালতের থাকিবে না;

(৩) শিশু কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত হইলে, যেই সমস্ত শিশুর বিশেষ পরিচর্যা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন, সেই সমস্ত শিশুর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এইরূপ আদালত নিষ্পত্তি করিবে।

ধারা ১২ঃ শিশু-আদালতের অধিবেশন, ইত্যাদি।-

(১) শিশু-আদালত বিধি দ্বারা নির্ধারিত স্থানে, দিনে এবং পদ্ধতিতে উহার অধিবেশন সম্পন্ন করিবে;

(২) সাধারণতঃ যে দালানে বা কামরায়, যে যে দিবসে বা সময়ে প্রচলিত আদালতের অধিবেশন বসে, তাহা ছাড়া অন্য কোন দালান বা কামরায় এবং অন্য কোন দিবসে বা সময়ে শিশু-আদালতের অধিবেশন বসিবে।

ধারা ১৩ ঃ বিচার প্রক্রিয়ায় শিশুর অংশগ্রহণের অধিকার।-

(১) আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা সংশ্লিষ্ট শিশুর অধিকার;

(২) শিশুকে আদালতের সিদ্ধান্ত ও আদেশসহ বিচার প্রক্রিয়ার ধরণ ও পরিণাম বুঝিবার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত সহযোগিতার মধ্যে, শিশুটি বুঝিতে সক্ষম এমন ভাষায় উপরিউক্ত বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা প্রদান করার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(৩) শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের জন্য প্রয়োজনীয় না হইলে কোন মামলা বা কার্যধারার শুনানীর যে কোন পর্যায়ে আদালত উক্ত শুনানীর উদ্দেশ্যে শিশুটির হাজিরা মওকুফ করিতে পারিবে এবং তাহার অনুপস্থিতিতেই উক্ত মামলা বা কার্যধারার শুনানী চালাইয়া যাইতে পারিবে;

(৪) উপধারা (৩)-এর বিধান অনুসরণ করা হইলে শিশু-আদালত, শিশুর অনুপস্থিতিতে বিচার পরিচালনার কারণ নথিতে লিপিবদ্ধ করিবে এবং শিশু-আদালতের গৃহীত পদক্ষেপ ও কার্যক্রম সম্পর্কে শিশুকে অবহিত করিবে।

ধারা ১৪ঃ শিশু-আদালতে যাহারা হাজির হইতে পারিবে।-

এই আইনের বিধান ব্যতীত, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি শিশু-আদালতের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবেন না-

(ক) সংশিষ্ট শিশু;

(খ) শিশুর মাতা-পিতা অথবা আইনানুগ অভিভাবক;

(গ) শিশু-আদালতের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ;

(ঘ) শিশু-আদালতে উত্থাপিত মামলা অথবা কার্যধারার পক্ষগণ এবং পুলিশ অফিসার, আইনজীবী, প্রবেশন কর্মকর্তা, সমাজসেবা কর্মকর্তা /দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহ মামলা অথবা কার্যধারার সহিত সরাসরি সংশিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিগণ; এবং

(ঙ) হাজির হইবার জন্য শিশু-আদালত কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমোদিত অন্যান্য ব্যক্তিগণ ।

ধারা ১৫ঃ অভিযুক্ত শিশুর মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবকের শিশু-আদালতে হাজিরা, ইত্যাদি ।-

(১) এই আইনের অধীন আদালতে হাজিরকৃত শিশুর মাতা অথবা পিতা অথবা আইনানুগ অভিভাবক বর্তমান থাকিলে এবং তিনি বা তাহারা যুক্তিসঙ্গত দুরত্বে বসবাস করিলে আদালত তাহাদের আদালতে হাজির হইতে নির্দেশ দিতে পারিবে;

(২) যেইক্ষেত্রে এই কার্যধারা রুজু হইবার পূর্বে শিশুটিকে আদালতের আদেশ দ্বারা তাহার মাতা-পিতার হেফাজত বা দায়িত্ব হইতে প্রত্যাহার করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে এই ধারার অধীন শিশুটির মাতা-পিতাকে আদালতে হাজির হইতে নির্দেশ দেওয়া যাইবে না ।

ধারা ১৬ঃ শিশু-আদালত হইতে সংশ্লিষ্ট শিশু ব্যতীত অন্য সকল ব্যক্তিকে প্রত্যাহার ।-

কোন মামলা বা কার্যধারার শুনানীর কোন পর্যায়ে শিশু আদালত যদি প্রয়োজন মনে করে, তাহা হইলে শিশুটির স্বার্থে, সংশিষ্ট শিশু ব্যতীত ১৪ ধারায় উল্লিখিত যে কোন ব্যক্তিকে আদালত হইতে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অতঃপর উক্ত ব্যক্তি আদালত পরিত্যাগ করিবে ।

ধারা ১৭ঃ শিশু-আদালতের কার্যক্রমের গোপনীয়তা ।-

কোন সংবাদপত্র, পত্রিকা বা নিউজসিটে প্রকাশিত কোন রিপোর্ট অথবা সংবাদদাতা এজেন্সি এই আইনের অধীন কোন আদালতের কোন মামলায় বা কার্যধারায় জড়িত কোন শিশুর উপর বিস্তারিত কোন বর্ননা যাহা এইরূপ শিশুকে সনাক্তকরণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে তাহা প্রকাশ করিবে না বা এইরূপ কোন শিশুর ছবি প্রকাশ করিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, মামলার বিচারকারী অথবা কার্যধারা গ্রহণকারী আদালত যদি এইরূপ রিপোর্ট প্রকাশ করা শিশুর স্বার্থের কোন ক্ষতি হইবে না বলিয়া মনে করে তবে কারণ লিপিবদ্ধকরণপূর্বক এইরূপ কোন রিপোর্ট প্রকাশের অনুমতি দিতে পারিবে ।

ধারা ১৮ঃ শিশু-আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ।-

এই আইনের অধীন কোন আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে শিশু-আদালত নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবে-

(ক) শিশুর বয়স;

(খ) শিশুর জীবনধারণের পরিবেশ;

(গ) অপরাধ সংঘটনের পরিস্থিতি ও পটভূমি;

(ঘ) প্রবেশন কর্মকর্তা বা তাহার অবর্তমানে সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন;

(ঙ) শিশুটির অভিমত;

(চ) শিশুটির সর্বোত্তম স্বার্থে যে সকল বিষয় আদালতের মতে বিবেচনার্থে গ্রহন করা প্রয়োজন ।

ধারা ১৯ঃ আপীল ও পুনর্বিবেচনা ।-

(১) কোড-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত আদালতে আপীল করা চলিবে-

(ক) দায়রা জজের আদালতে; যদি আদেশটি কোনো শিশু-আদালত অথবা ইহার অবর্তমানে ১০ ধারার অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত হয়;

(খ) হাইকোর্ট বিভাগে; যদি আদেশটি কোনো দায়রা জজের আদালত কর্তৃক প্রদত্ত হয়;

(২) এই আইনের কোন কিছুই, এই আইনের অধীন কোন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ পুনর্বিবেচনা করিবার হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতাকে ক্ষুন্ন করিবেনা ।

ষষ্ঠ অধ্যায়
শিশুদের জন্য প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ

ধারা ২০ঃ সরকারী উদ্যোগে প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান ।-

মাতা-পিতা ও পারিবারিক পরিচর্যার অবর্তমানে এবং যেইসমস্ত শিশুর জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক বিকল্প পরিচর্যার ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে, তাহাদের জন্য সর্বশেষ উপায় হিসাবে এবং যেইসমস্ত শিশুরা বিচারিক প্রক্রিয়ায় আটকাদেশ প্রাপ্ত হয় তাহাদের জন্য সরকার প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে; কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

ধারা ২১ঃ বেসরকারী উদ্যোগে প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান ।-

(১) অধিদপ্তরের বৈধ প্রত্যয়নপত্র ব্যতীত কোন ব্যক্তি কিংবা সংস্থা শিশুদের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা বা রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিচালনা করিতে পারিবে না;

(২) অধিদপ্তরের প্রত্যয়নপত্রে উল্লিখিত ঠিকানা বা স্থান ব্যতীত অন্য কোনো ঠিকানায় বা স্থানে কোন ব্যক্তি কিংবা সংস্থা শিশুদের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা করিতে পারিবে না;

(৩) একটি প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করিবার তারিখ হইতে তিন বৎসরের জন্য বৈধ থাকিবে এবং পরবর্তিতে তাহা নবায়ন করা যাইবে;

(৪) অধিদপ্তর শিশুদের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য গাইড বহি ও (২৮) ধারায় বর্ণিত ন্যূনতম মানদন্ডের অতিরিক্ত অন্যান্য মাপকাঠি প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে;

(৫) কোন ব্যক্তি কিংবা সংস্থা শিশুদের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলে বা বর্তমানে চালু আছে এমন প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রত্যয়ন চাহিলে, তিনি বা উক্ত সংস্থা অধিদপ্তরের নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে প্রত্যয়নপত্রের জন্য আবেদন করিবে; অধিদপ্তর এইরূপ আবেদনের প্রেক্ষিতে সন্তুষ্ট হইলে সাময়িকভাবে এক বছরের জন্য এইরূপ প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন প্রদান করিবে; সাময়িক অনুমোদন প্রাপ্তির পর (৪) উপধারার শর্ত পূরণ করিলে উক্ত প্রতিষ্ঠান তিন বছরের জন্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রত্যয়ন লাভ করিবে; প্রত্যয়নপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন মনে করিলে, অধিদপ্তর উহার সহিত যেইরূপ যথার্থ মনে করে সেইরূপ শর্ত সংযুক্ত করিতে পারিবে;

(৬) অধিদপ্তরের প্রত্যয়নপত্র বিহীন যে সকল প্রতিষ্ঠান শিশুদের জন্য পরিচালিত হইতেছে, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি নির্দিষ্ট তারিখ হইতে এক বছরের মধ্যে উপধারা (৪) এর শর্ত পূরণ করিতে হইবে; অধিদপ্তর গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত তারিখ নির্ধারণ করিবে; এইরূপ শর্ত পূরণ করিতে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠান চালাইয়া যাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হইবে; উক্তরূপ দণ্ড পাঁচ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারে;

(৭) অধিদপ্তরের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন প্রত্যয়নপত্র বা সাময়িক অনুমোদনপত্র উহার গ্রহীতা ছাড়া অন্য কাহারো নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না ।

ধারা ২২ঃ প্রত্যয়নপত্রের আবেদন প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা বা প্রত্যয়নপত্র প্রত্যাহার ।-

(১) আবেদনের তিন মাসের মধ্যে অধিদপ্তর উহার প্রণীত মাপকাঠি বিবেচনায় শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠানের সাময়িক অনুমতিপত্র বা প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিতে অস্বীকৃতি জানাইতে পারিবে, অথবা উক্তরূপ প্রত্যয়নপত্র নবায়ন করিতে অস্বীকৃতি জানাইতে পারিবে ।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যানের পূর্বে অধিদপ্তর আবেদনকারীকে শর্ত পূরণের জন্য ছয় মাস পর্যন্ত সময় প্রদান করিতে পারিবে;

(৩) অধিদপ্তরের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, শিশুদের জন্য কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান, এই আইনের কোন বিধান অথবা প্রত্যয়নপত্রের কোন শর্তাবলী লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহা হইলে অধিদপ্তর এইরূপ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জারিকৃত প্রত্যয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবে, অথবা অধিদপ্তরের বিবেচনা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত প্রত্যয়নপত্র স্থগিত করিতে পারিবে । এইক্ষেত্রে আবেদনকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হইবে ।

ধারা ২৩ঃ প্রত্যয়নপত্রের আবেদন প্রত্যাখানের বিরূদ্ধে আপীল ।-

(১) নিম্নবর্ণিত আদেশের বিরূদ্ধে শিশু-আদালতে আপীল করা যাইবে ঃ

ক) প্রত্যয়নপত্র প্রদান বা হস্তান্তর বা নবায়ন করিতে অধিদপ্তরের অস্বীকৃতি;

খ) প্রত্যয়নপত্রে নতুন কোন শর্ত অরোপ যাহা প্রকাশিত মাপকাঠিতে নাই;

গ) অধিদপ্তর কর্তৃক কোন প্রত্যয়নপত্র স্থগিত বা বাতিলের সিদ্ধান্ত;

(২) সংক্ষুব্ধপক্ষ, তাহাকে অধিদপ্তর কর্তৃক ২২ ধারার অধীন কোন আদেশ অবগত করানোর তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপীল দায়ের করিতে পারিবে;

(৩) এই ধারা অনুযায়ী দায়ের করা কোন আপীল চলাকালীন সময়ে, অধিদপ্তর শিশু-আদালতে সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান হইতে কোন শিশুকে অপসারণের জন্য অন্তবর্তীকালীন আদেশের আবেদন করিতে পারিবে;

ধারা ২৪ঃ প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের শিশুদের বিষয়ে অধিদপ্তরকে অবহিতকরন ।-

(১) এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি শিশুর নাম, লিঙ্গ, বয়স ও উক্ত প্রতিষ্ঠানে তাহাকে গ্রহণ করিবার তারিখ নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করিয়া অধিদপ্তরকে অবহিত করিবে;

(২) এইরূপ প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য সকল তথ্য অধিদপ্তরকে সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে ।

ধারা ২৫ঃ ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র সমর্পণ ।-

কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকগন, অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের মাধ্যমে তাহাদের অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক সরকারকে ছয় মাস পূর্বে লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র সমর্পণ করিতে পারিবে এবং তদানুসারে, নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে ছয় মাস অতিবাহিত হইলে এবং উক্ত সময়ের পূর্বে নোটিশটি প্রত্যাহার না করা হইলে, প্রত্যয়নপত্রের সমর্পণ কার্যকর হইবে এবং প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়ন মর্যাদা লোপ পাইবে ।

ধারা ২৬ঃ প্রত্যয়নপত্র প্রত্যাহার বা সমর্পণের ফলাফল ।-

এই আইনের অধীন কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকগণ উহার প্রত্যয়নপত্র প্রত্যাহার বা সমর্পণ সংক্রান্ত নোটিশ, ক্ষেত্রমত, প্রাপ্তি বা প্রদানের তারিখের পর কোন শিশুকে গ্রহণ করিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যথাক্রমে উপরি-উক্ত তারিখে প্রতিষ্ঠানে বসবাসকারী কোন শিশুকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বাসস্থান, বস্ত্র ও খাদ্য প্রদানের দায়-দায়িত্ব যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করে ততক্ষণ পর্যন্ত বা প্রত্যয়নপত্র প্রত্যাহার বা সমর্পণ কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে ।

ধারা ২৭ঃ প্রত্যয়নপত্র প্রত্যাহার বা সমর্পণের পর শিশুদের অপসারণ ।-

কোন প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়িত মর্যাদা লোপ পাইলে, সেইখানে অবস্থানকারী শিশুদের সম্পূর্ণরূপে অথবা সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তে মুক্তি দিতে হইবে অথবা এই আইনের মুক্তি ও বদলী সংক্রান্ত বিধানাবলী মোতাবেক অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের আদেশক্রমে অন্য কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে বদলী করা যাইবে ।

ধারা ২৮ঃ পরিচর্যার ন্যূনতম মান ।-

(১) প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত ন্যূনতম পরিচর্যার মান বজায় রাখিবে যাহার মধ্যে লোকবলের বিষয়টিও অন্তর্ভূক্ত হইবে ।

(২) এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকারী প্রত্যেক শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি শিশুর প্রতি সার্বক্ষনিক সতর্ক ও মানবিক আচরণ এবং তাহাদের যথোপযুক্ত শিক্ষা নিশ্চিত করিবে ।

(৩) যে কোন ব্যক্তি, যিনি শিশুদের বিরুদ্ধে কোন অপরাধের দায়ে চূড়ান্ত রায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, তিনি শিশুদের সেবা প্রদানকারী কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনে কাজ করিবার বা অন্তর্ভূক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না;

(৪) প্রতিষ্ঠানের শিশুদের নিম্নবর্ণিত অধিকারসমূহকে নিশ্চিত করিতে হইবে ঃ

(ক) নির্ধারিত ন্যূনতম মান অনুযায়ী শিশুদের খাদ্য, বস্ত্র ও লালন-পালনের ব্যবস্থা করা;

(খ) শিশুর পরিচর্যার পরিকল্পনাসহ শিশুর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তে তাহার নিজের মত প্রকাশের সামর্থ্য অনুযায়ী তাহার সহিত আলোচনা করা এবং উক্ত পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট বিরতিতে পর্যালোচনা করা;

(গ) শিশুর যুক্তিসঙ্গত গোপনীয়তা বজায় রাখা ও ব্যক্তিগত সামগ্রী দখলে রাখিবার সুযোগ প্রদান করা ;

(ঘ) দৈহিক শাস্তি হইতে মুক্ত থাকা;

(ঙ) পরিচর্যাকারীগনের প্রত্যাশিত আচারণের মান ও উক্ত মান ক্ষুন্ন হইবার পরিনাম সম্পর্কে অবহিত থাকা;

(চ) প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(ছ) শিশুর সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুযায়ী সামাজিক ও বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা;

(জ) শিশুর পছন্দ অনুযায়ী ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা;

(ঝ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিশুর সুরক্ষা ও পরিচর্যা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের সময় একজন দোভাষী বা ব্যখ্যাকারীর সহায়তা প্রদান;

(ঞ) মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবকের সহিত যোগাযোগ রাখা;

(ট) পরিবারের কোনো সদস্য বা আইনগত প্রতিনিধির সহিত আলোচনার সময় গোপনীয়তা রক্ষা করা;

(ঠ) এই আইন অনুযায়ী শিশুকে প্রদেয় অধিকারসমূহ ও উক্ত অধিকারসমুহ বলবৎকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া;

(৪) এই অধ্যায়ের সকল বিধান ও প্রত্যয়নপত্রের সকল শর্তাবলী এবং অধিদপ্তরের সকল নির্দেশনাসমূহ সকল সময়ে প্রতিষ্ঠানে এবং সেখানে অবস্থানরত সকল শিশুর ক্ষেত্রে মানিয়া চলা নিশ্চিত করা ।

ধারা ২৯ঃ প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যবেক্ষণ ও পরিদশর্নের জন্য পরিদর্শন পর্ষদ নিয়োগ ।-

(১) সরকার জেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনের জন্য শিশু-আদালতের বা এই আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন আদালতের বিচারকের নেতৃত্বে একটি পরিদর্শন পর্ষদ নিয়োগ করিবে ।

(২) পরিদর্শন পর্ষদ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ সমন্বয়ে গঠিত হইবেঃ

(ক) একজন মেডিক্যাল অফিসার;

(খ) একজন আইনজীবী;

(গ) একজন শিক্ষাবিদ;

(ঘ) একজন পুষ্টিবিদ;

(ঙ) একজন মনস্তত্ত্ববিদ; ও

(চ) একজন শিশু অধিকার বিষয়ক এনজিও কর্মী ।

(৩) পরিদর্শন পর্ষদ দলগতভাবে বা সদস্যগণ আলাদাভাবে বৎসরে ন্যূনতম চারবার এবং প্রয়োজন হইলে ততোধিকবার এইরূপ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিবেন;

(৪) প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিচর্যার ন্যূনতম মান বজায় রাখা হইতেছে কিনা তাহা উপরোক্ত পর্ষদ তদারকি করিবে;

(৫) পরিদর্শন পর্ষদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবে;

(৬) প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কর্তৃপক্ষ এবং অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা এই পর্ষদ কর্তৃক তলবকৃত কোন তথ্য প্রদানের অনুরোধ বা কোন দাপ্তরিক সহায়তার অনুরোধ প্রত্যাখান করিতে পারিবে না;

(৭) অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এই পর্ষদের প্রতিবেদনের উপর গৃহীত ব্যবস্থা, মন্তব্য বা জবাব দফাওয়ারি প্রণয়ন করিয়া পর্ষদের সভাপতির নিকট প্রেরণ করিবেন ।

ধারা ৩০ঃ মহাপরিচালক কর্তৃক প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ।-

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তাহার প্রতিনিধি এই আইনের অধীনে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ও ইহার সকল শাখাসমূহ যে কোনো সময় পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং এই ধরনের পরিদর্শন বৎসরে অন্তত বার (১২) বার করা হইবে ।

সপ্তম অধ্যায়
আইনগত প্রতিনিধিত্ব ও আইনগত সহায়তা

ধারা ৩১ঃ আইনগত প্রতিনিধিত্ব অবশ্য পূরনীয় ।-

(১) আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর পক্ষে আইনগত প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত কোন আদালত সংশ্লিষ্ট মামলার বিচার কার্য পরিচালনা করিবে না;

(২) শিশুর তাহার আইনগত প্রতিনিধিকে নিজের ভাষায় এবং ক্ষেত্রমতে ব্যাখ্যাকারীর সাহায্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবার অধিকার থাকিবে;

(৩) যদি শিশুর মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবক বা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কোন আইনগত প্রতিনিধি নিয়োগ করা না হয় অথবা যদি শিশুটির মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবক বা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি না থাকেন অথবা যদি তাহাদের অর্থনৈতিক সামর্থ না থাকে, সেইক্ষেত্রে আদালত শিশু অধিকার বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন আইনজীবীকে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ অনুযায়ী নিয়োগ প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিবে ।

ধারা ৩২ঃ আইনগত প্রতিনিধির উপস্থিতি ।-

নিয়োগপ্রাপ্ত আইনজীবী সংশিষ্ট মামলার সকল শুনানীতে অবশ্যই হাজির থাকিবেন । হাজির হইতে অপারগতার ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত কারণসহ লিখিতভাবে তাহার প্রতিনিধি বা শিশুর মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবক বা অন্য কোনো উপযুক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে আদালতের গোচরে আনিবেন । আদালত কর্তৃক অন্য একজন আইনজীবী নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত মামলার শুনানী স্থগিত থাকিবে এবং নবনিযুক্ত আইনজীবী আদালতের বিবেচনা অনুযায়ী মামলার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ পাইবেন ।

ধারা ৩৩ঃ অপর্যাপ্ত আইনগত প্রতিনিধিত্ব ও অসদাচরণ ।-

শিশুর পক্ষে নিয়োগপ্রাপ্ত আইনজীবীর বারংবার অনুপস্থিতি বা তাহার দ্বারা শিশুর প্রতি গুরুতর অসদাচরনের জন্য আদালত তাহার নিয়োগ বাতিলসহ জেলা আইনজীবী সমিতিকে বিষয়টি অবহিতকরণপূর্বক তাহার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করিবে ।

তৃতীয় ভাগ
শিশুর বিশেষ পরিচর্যা এবং সুরক্ষা

অষ্টম অধ্যায়
সাধারণ বিধানাবলী

ধারা ৩৪ঃ মাতা-পিতা কর্তৃক লালনপালন ও পরিচর্যা ।-

(১) শিশুর লালন পালন ও পরিচর্যার প্রাথমিক দায়িত্ব মাতা-পিতার, ক্ষেত্রমতে আইনানুগ অভিভাবকের এবং শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষা করাই হইবে তাহাদের প্রধান বিবেচ্য;

(২) মাতা-পিতা উভয়ের অবর্তমানে বর্ধিত পরিবার বা আইনানুগ অভিভাবক বা শিশুর দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি শিশুকে মাতা-পিতার অনুরূপ লালনপালন ও পরিচর্যার দায়-দায়িত্ব থাকিবে;

(৩) যেইক্ষেত্রে পিতামাতা বা (২) উপধারার অধীন অন্য কোন ব্যক্তির শিশুর যথোপযুক্ত পরিচর্যা করিবার মতো সামর্থ নাই, সেইক্ষেত্রে অধিদপ্তর মাতা-পিতাকে বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তিকে উপযুক্ত সহযোগিতা প্রদান করিবে ।

ধারা ৩৫ঃ যেই শিশুর বিশেষ পরিচর্যা এবং সুরক্ষা প্রয়োজন ।-

আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে একটি শিশুর বিশেষ পরিচর্যা এবং সুরক্ষা প্রয়োজন:

ক) এতিম; অথবা

খ) যাহার নির্দিষ্ট কোন গৃহ, আবাসস্থল বা জীবন ধারণের দৃশ্যমান কোন উপায় নাই অথবা যাহার মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবক নাই যিনি নিয়মিত ও যথাযথভাবে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করিতে পারেন; অথবা

গ) যাহাকে ভিক্ষা করিতে বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শিশুর মঙ্গলের পরিপন্থী কোন কাজ করিতে দেখা যায়; অথবা

ঘ) দুঃস্থ শিশু যাহার মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবক কারাভোগ করিতেছে; অথবা

ঙ) যে এইরূপ মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে, যিনি বা যাহারা শিশুর প্রতি অবহেলা বা নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন; অথবা

চ) যাহাকে কোন কুখ্যাত অপরাধীর সাহচর্যে সচরাচর পাওয়া যায়; অথবা

ছ) যেই শিশু এইরূপ কোথাও অবস্থান করিতেছে অথবা প্রায়ই যাতায়াত করিতেছে যাহা যৌনবৃত্তিতে, সমাজবিরোধী/রাষ্ট্রবিরোধী কাজে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির ব্যবহারের অধীন রহিয়াছে ।

জ) শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশু, যাহার বিশেষ চিকিৎসা ও সামাজিক পুনর্বাসন প্রয়োজন; অথবা

ঝ) যেই শিশুর আচরণগত সমস্যা রহিয়াছে, যাহা তাহার মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবক কর্তৃক পরিলক্ষিত হয়না; বা

ঞ) যেই শিশু অন্য কোনভাবে কোন অসৎ সঙ্গে পতিত হইতে পারে অথবা নৈতিক অবক্ষয়ের সম্মুখীন হইতে পারে অথবা অপরাধ জগতে প্রবেশের ঝুঁকির মধ্যে রহিয়াছে ।

নবম অধ্যায়

বিশেষ পরিচর্যা ও সুরক্ষার প্রয়োজন এমন শিশুকে শিশু কল্যাণ বোর্ডে প্রেরণ

ধারা ৩৬ঃ কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক সমাজসেবা কর্মকর্তা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সমাজকর্মী বা প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট শিশুকে অর্পণ ।-

যেইক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা বিশেষ পরিচর্যা ও সুরক্ষা প্রয়োজন এইরূপ কোন শিশুর সংস্পর্শে আসেন বা এতদসংক্রান্ত কোন সংবাদ পান, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি বা সংস্থা তাহা সমাজসেবা কর্মকর্তা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সমাজকর্মী বা প্রবেশন কর্মকর্তাকে কিংবা তাহাদের অবর্তমানে শিশুকল্যাণ বোর্ড বা অধিদপ্তরকে অবহিত করিবেন ।

ধারা ৩৭ঃ পুলিশ কর্তৃক সমাজসেবা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট শিশুকে অর্পণ ।-

যেইক্ষেত্রে একজন পুলিশ কর্মকর্তা এইরূপ কোন শিশুর সংস্পর্শে আসেন যাহার বিশেষ পরিচর্যা ও সুরক্ষা প্রয়োজন, সেইক্ষেত্রে উক্ত পুলিশ কর্মকর্তা:

ক) বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানার শিশুবান্ধব পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন, যিনি বিষয়টি সমাজসেবা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা প্রবেশন কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন ;

খ) শিশুবান্ধব পুলিশ কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে সরাসরি সমাজসেবা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজকর্মীর সহিত যোগাযোগ করিবেন ;

গ) সমাজসেবা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা প্রবেশন কর্মকর্তা এইরূপ শিশুর প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করিবেন ।

ধারা ৩৮ঃ বিশেষ পরিচর্যা ও সুরক্ষা প্রয়োজন এমন শিশুর প্রাথমিক যাচাই ।-

(১) প্রবেশন কর্মকর্তা /দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এইরূপ শিশুর পরিস্থিতির প্রাথমিক যাচাই করিবেন, যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত হইবে:

ক) শিশুর সামাজিক পটভূমি, পারিবারিক অবস্থা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য শিশুর সাক্ষাতকার গ্রহণ;

খ) শিশুর মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবক বা পরিবারের অন্য সদস্যদের সন্ধান করা;

গ) শিশুর মতামত বিবেচনা করিয়া তাহার জন্য তাৎক্ষনিক, স্বল্পমেয়াদী ও প্রয়োজনে দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যার ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা নির্ধারণ;

ঘ) শিশুকে তাহার মাতা-পিতা, পরিবার, আইনানুগ অভিভাবক বা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তির সহিত পুনর্বাসন করাসহ সম্ভাব্য অন্যান্য পরিচর্যা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা;

(২) প্রবেশন কর্মকর্তা /দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রাথমিক যাচাই পরিচালনা করিবার সময় প্রয়োজন মনে করিলে পুলিশ বা অন্য কোনো অফিস বা সংস্থার নিকট সহযোগিতা চাহিতে পারিবেন;

(৩) প্রবেশন কর্মকর্তা /দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রাথমিক যাচাই-এ প্রাপ্ত তথ্যাদি নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করিবেন ।

ধারা ৩৯ঃ কেস ম্যানেজার (Case manager) নিয়োগ এবং স্বতন্ত্র পরিচর্যা পরিকল্পনা প্রনয়ণ ।-

(১) প্রাথমিক যাচাইয়ের ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া সমাজসেবা কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শিশুর জন্য একজন কেস ম্যানেজার নিয়োগ করিবেন । নিম্নের যে কোনো ব্যক্তিকে এইরূপ নিয়োগ প্রদান করা যাইবে:

ক) সমাজসেবা কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজে; অথবা

খ) উপজেলা বা ইউনিয়ন বা পৌর সমাজকর্মী; অথবা

(২) নিয়োগপ্রাপ্ত কেস ম্যানেজার এইরূপ শিশুর জন্য নথি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু সুরক্ষা যাচাই পরিচালনা করিবেন । যাচাই এ প্রাপ্ত তথ্যাদি নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সংরক্ষন করিবেন ।

(৩) পূর্ণাঙ্গ শিশু সুরক্ষা যাচাইয়ের ভিত্তিতে কেস ম্যানেজার শিশুর জন্য একটি পরিচর্যা পরিকল্পনা গ্রহন করিবেন এবং তাহা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন ।

(৪) কেস ম্যানেজার নিয়মিত বিরতিতে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচর্যা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সর্ম্পকে ক্ষেত্রমতে সমাজসেবা কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, শিশু কল্যাণ বোর্ড, শিশু আদালতকে অবহিত করিবেন;

(৫) কেস ম্যানেজার নিয়মিত বিরতিতে সমাজসেবা কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে আলোচনাক্রমে পরিচর্যা পরিকল্পনা পূনঃমূল্যায়ণ করিবেন এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিবেন;

ধারা ৪০ঃ শিশু কল্যাণ বোর্ডে প্রেরণ ।-

(১) শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ নির্ধারণে সমাজসেবা কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কেস ম্যানেজারের সংশয় থাকিলে তিনি বিষয়টি শিশু কল্যাণ বোর্ডে প্রেরণ করিবেন ।

(২) শিশু কল্যাণ বোর্ড নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিষয়টি পর্যালোচনা করিবে এবং শিশুটির জন্য যথার্থ পরিচর্যা ব্যবস্থার বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে ।

ধারা ৪১ঃ শিশু-আদালতে প্রেরণ ।-

(১) যেইক্ষেত্রে বোর্ডের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে, শিশুটিকে তাহার মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবক বা শিশুটির পরিচর্যা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অপসারণ করা প্রয়োজন, সেইক্ষেত্রে বোর্ড বিষয়টি শিশু-আদালতে প্রেরণ করিবে ।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন শিশুকে যে আদালতে হাজির করা হয় সেই আদালত তথ্যাদি পরীক্ষা করিয়া উহার সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিবে এবং আরও তদন্ত করিবার পর্যাপ্ত কারণ থাকিলে তদুদ্দেশ্যে তারিখ ধার্য করিবে;

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন তদন্তের জন্য ধার্য দিবসে অথবা কার্যধারা মুলতবী করা অন্য কোন পরবর্তী তারিখে শিশু-আদালত এই আইনের অধীন যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে উহার পক্ষে এবং বিপক্ষে সকল প্রাসাঙ্গিক সাক্ষ্য শুনানী এবং লিপিবদ্ধ করিবে এবং শিশু-আদালত যেইরূপ যথার্থ মনে করে সেইরূপ সময় পর্যন্ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে শিশুটিকে কোন আত্মীয় বা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তির পরিচর্যায় অথবা কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(৪) শিশুকে কোন আত্মীয় বা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তির পরিচর্যায় প্রেরণের আদেশ প্রদানকালে শিশু-আদালত উক্ত আত্মীয় বা ব্যক্তিকে শিশুর কল্যাণ নিশ্চিত করিবার ও শিশুকে সৎ ও কর্মঠ জীবন যাপনের সুযোগ প্রদান করিবার শর্তে জামানতসহ বা বিনা জামানতে, আদালত যেইরূপ প্রয়োজনীয় মনে করে, সেইরূপ অঙ্গীকারনামা সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(৫) এই ধারার বিধান অনুযায়ী শিশুকে কোন আত্মীয় বা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তির পরিচর্যায় প্রেরণ করা হইলে শিশু-আদালত কোন প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজসেবা কর্মকর্তা বা সমাজকর্মীকে বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে উক্তরূপ পরিচর্যার আদেশ যথাযথভাবে পালিত হইতেছে কিনা তাহা পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দিতে পারিবে ।

দশম অধ্যায়
পরিচর্যা ব্যবস্থাসমূহ

ধারা ৪২ঃ পরিচর্যা ব্যবস্থার ধরণ ।-

শিশুর জন্য সবচাইতে উপযুক্ত পরিচর্যার ব্যবস্থা নির্ধারণ করিবার সময় সমাজসেবা কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কেস ম্যানেজার বা শিশু কল্যাণ বোর্ড বা শিশু-আদালত নিম্নলিখিত এক বা একাধিক পরিচর্যার উপায় বিবেচনা করিবেন:

(ক) শিশুকে তাহার মাতা-পিতার নিকট প্রেরণ করা;

(খ) মাতা-পিতার অবর্তমানে আইনানুগ অভিভাবকের নিকট প্রেরণ করা;

(গ) আইনানুগ অভিভাবকের অবর্তমানে শিশুটির লালনপালনে সমর্থ ও আগ্রহী কোন উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করা;

(ঘ) কোন সরকারী বা বে-সরকারী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সেবা কার্যক্রমে প্রেরণ করা;

(ঙ) সর্বশেষ পন্থা হিসাবে উক্ত শিশুকে অত্র আইনের ২০ ও ২১ ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা ।

ধারা ৪৩ঃ মাতা-পিতার সহিত পূণঃএকত্রীকরণ ।-

(১) শিশুর জন্য উপযুক্ত পরিচর্যা ব্যবস্থা নির্ধারণ করিবার সময় তাহার মাতা-পিতার সহিত পুনঃএকত্রীকরণকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে;

(২) যেইক্ষেত্রে মাতা-পিতার মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়াছে অথবা বা অন্য কোন কারণে তাহারা আলাদাভাবে বসবাস করিতেছে সেইক্ষেত্রে মাতা-পিতার মধ্যে যে কোন একজনের সহিত শিশুকে পূণঃএকত্রীকরণ করা যাইবে । এইক্ষেত্রে শিশুর মতামতকে যতদুর সম্ভব প্রাধান্য দেয়া হইবে;

(৩) মাতা-পিতার সহিত শিশুর পূণঃএকত্রীকরণ তরান্বিত করিবার জন্য অধিদপ্তর যথোপযুক্ত সহযোগিতা প্রদান করিবে; বিশেষতঃ যখন উক্ত পরিবারের শিশুর পরিবচর্যা করিবার মতো পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সামর্থ এবং অন্যান্য উপায় না থাকে ।

ধারা ৪৪ঃ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচর্যা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ।-

(১) অধিদপ্তরের দায়িত্ব হইবে শিশুর পরিচর্যা ও পূণঃএকত্রীকরণের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এইসব ব্যবস্থাগুলির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হইবে ঃ

(ক) শিশুর পারিবারিক পরিচর্যা নিশ্চিত করার জন্য তাহার মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবককে প্রযোজনীয় আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের জন্য প্রকল্প গ্রহণ;

(খ) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, জীবিকা অর্জনের উপায় নির্ধারণ এবং পূণঃএকত্রীকরণের ব্যবস্থা;

(২) অন্য যে কোন সমাজভিত্তিক ব্যবস্থা ।

ধারা ৪৫ঃ পরিচর্যা ব্যবস্থার মেয়াদ ।-

(১) শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ সাপেক্ষে প্রত্যেকটি পরিচর্যা ব্যবস্থা স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদী হইতে পারে;

(২) পরিচর্যা ব্যবস্থাসমূহ নির্দিষ্ট বিরতিতে সমাজসেবা কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কেস ম্যানেজার পূনর্বিবেচনা করিবেন যাহাতে শিশু এবং তাহার পরিবারের অভিমত বিবেচনা করা হইবে;

(৩) নির্দিষ্ট বিরতিতে পূনর্বিবেচনার অংশ হিসাবে সমাজসেবা কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কেস ম্যানেজার শিশুর পরিচর্যা ব্যবস্থা নিয়মিত পরিদর্শন করিবেন এবং ক্ষেত্রমতে শিশু কল্যাণ বোর্ড, শিশু আদালত এবং অধিদপ্তরকে উক্ত বিষয়ে অবহিত করিবেন;

(৪) নির্দিষ্ট বিরতিতে পূনর্বিবেচনার উপর ভিত্তি করিয়া সমাজসেবা কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কেস ম্যানেজার কোন পরিচর্যা ব্যবস্থা না চালাইবার জন্য অথবা শিশুটির জন্য এই আইনের অধীন অন্য কোন পরিচর্যা ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করিতে পারিবেন ।

চতুর্থ ভাগ

আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু

একাদশ অধ্যায়

সাধারণ বিধানাবলী

ধারা ৪৬ঃ আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর বিশেষ পরিচর্যা ।-

'অপরাধের শিকার শিশু' ও 'শিশু সাক্ষী' বিচার প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে বিশেষ পরিচর্যা পাইবে; এইক্ষেত্রে তাহার মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাৎক্ষনিক ও বিশেষ প্রয়োজন, বয়স, লিঙ্গ, অক্ষমতা এবং পরিপক্কতার বিষয়টি বিবেচনায় আনিতে হইবে ।

ধারা ৪৭ঃ অপরাধের শিকার শিশু বা সাক্ষী শিশুর গোপনীয়তা ।-

অপরাধের শিকার শিশু বা সাক্ষী শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করিয়া শিশুর গোপনীয়তা রক্ষা করিবার জন্য আদালত নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেঃ

(ক) বিচার প্রক্রিয়ায় 'অপরাধের শিকার শিশু' বা শিশু সাক্ষী'র সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকল তথ্য গোপন রাখিতে হইবে এবং এমন কোন তথ্য প্রকাশ করা যাইবে না, যাহার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিশুটিকে সনাক্ত করা যায়;

(খ) সাক্ষ্য প্রদানকারী শিশুর ছবি বা দৈহিক বর্ণনা গোপন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ অথবা শিশুর ক্ষতি প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইতে পারেঃ

অ) পর্দার আড়ালে; বা

আ) শুনানী শুরু হওয়ার আগেই শিশু সাক্ষীর ভিডিওকৃত সাক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে, সেইক্ষেত্রে আসামীপক্ষের আইনজীবী উক্তরূপ সাক্ষ্য গ্রহণে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং তাঁহাকে শিশু সাক্ষী বা অপরাধের শিকার শিশুকে জেরা করিবার সুযোগ প্রদান করা হইবে; বা

ই) একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ও উপযুক্ত মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে; বা

ঈ) দ্বাররুদ্ধ (Camera Trial) অধিবেশন পরিচালনা করা;

(গ) যদি আসামীর উপস্থিতিতে শিশু সাক্ষ্য প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করে বা যদি এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, সেই ব্যক্তির উপস্থিতিতে শিশুটি সত্য কথা বলিতে বাঁধাগ্রস্ত হইতে পারে, তাহা হইলে আসামীকে সাময়িকভাবে আদালত পরিত্যাগের আদেশ প্রদান করা হইবে । সেইক্ষেত্রে আসামী পক্ষের আইনজীবী আদালত কক্ষে উপস্থিত থাকিবেন ও শিশুকে প্রশ্ন করিবেন;

(ঘ) শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণের সময় বিরতির সুযোগ প্রদান করা;

(ঙ) শিশুর বয়স ও পরিপক্কতার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ দিন-তারিখে শুনানীর সময়সূচী নির্ধারণ করা;

(চ) শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ ও আসামীর অধিকার বিবেচনায় আনিয়া আদালত যেইরূপ প্রয়োজন মনে করে সেইরূপ অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন ।

ধারা ৪৮ঃ অপরাধের শিকার শিশু ও শিশু সাক্ষী সম্পর্কে অবহিত করিবার দায়িত্ব ।-

(১) যদি কোন ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গতভাবে ইহা সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, একটি শিশু অপরাধমূলক ঘটনার শিকার বা কোন অপরাধের সাক্ষী, উক্ত ব্যক্তি তাহা পুলিশ কর্মকর্তা বা প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজকর্মীকে বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে অবহিত করিবেন;

(২) যথাযথ পেশাগত সহায়তা না আসা পর্যন্ত (১) উপধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিগণ শিশুটিকে তাহাদের সর্বোচ্চ সামর্থ দ্বারা সহায়তা করিবে ।

ধারা ৪৯ঃ অপরাধের শিকার ও শিশু সাক্ষীর সুরক্ষা কেন্দ্র ।-

(১) সরকার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সমন্বয়ে, 'অপরাধের শিকার' ও 'শিশু সাক্ষী'র স্বার্থ রক্ষার জন্য জাতীয় পর্যায়ে সুরক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবে যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে দায়িত্ব পালন করিবে;

(২) সরকার পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক জেলায় সমাজসেবা অধিদপ্তর, পুলিশ বিভাগ ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য সমন্বয়ে 'অপরাধের শিকার শিশু' ও 'শিশু সাক্ষী'র স্বার্থ রক্ষার জন্য সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবে। যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে দায়িত্ব পালন করিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিচার চলাকালীন 'অপরাধের শিকার' শিশু ও 'শিশু সাক্ষী'কে সহায়তা

ধারা ৫০ঃ সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ।-

বিচার প্রক্রিয়ার যে কোন পর্যায়ে যখন 'অপরাধের শিকার শিশু' বা 'শিশু সাক্ষী'র ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় তখন এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত সহায়তা কেন্দ্র বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত শিশুর জন্যে নিম্নবর্ণিত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেঃ

(ক) অপরাধের শিকার শিশু বা শিশু সাক্ষীর সহিত অভিযুক্ত ব্যক্তির সরাসরি সাক্ষাত পরিহার করা;

(খ) পুলিশ বা অন্য সংস্থার মাধ্যমে অপরাধের শিকার শিশু ও শিশু সাক্ষীর নিরাপত্তা বিধান এবং উক্ত শিশু কোথায় অবস্থান করিতেছে তাহা গোপন রাখা;

(গ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট যথোপযুক্ত নিরাপত্তার জন্য আবেদন করা।

ধারা ৫১ঃ ভাষা, দোভাষী ও অন্যান্য বিশেষ সহায়তামূলক পদক্ষেপ।-

(১) আদালত ইহা নিশ্চিত করিবে যে, অপরাধের শিকার শিশু বা শিশু সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম শিশুর জন্য সরল ও বোধগম্য ভাষায় পরিচালিত হইয়াছে;

(২) শিশুর বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করিবার জন্য সহায়তা প্রয়োজন হইলে বিনা খরচে তাহাকে একজন ব্যখ্যাকারী প্রদান করা হইবে।

ধারা ৫২ঃ আদালত কক্ষে সুবিধাসমুহ।-

(১) শিশুকে উপযুক্ত আসন প্রদান ও প্রতিবন্ধী শিশুদের সহায়তাসহ অপরাধের শিকার শিশু বা সাক্ষী শিশুর জন্য আদালত কক্ষে যথোপযুক্ত আয়োজন করার বিষয়টি আদালত নিশ্চিত করিবে;

(২) আদালতের আসন বিন্যাস এমনভাবে হইবে যেন সকল শিশু বিচার প্রক্রিয়ায় তাহার মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবক, সহায়ক ব্যক্তি বা আইনজীবীর যতদুর সম্ভব সন্নিকটে বসিতে পারে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
তদন্ত পর্যায়

ধারা ৫৩ঃ বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তদন্তকারী।-

'অপরাধের শিকার শিশু' ও 'শিশু সাক্ষী'র সংশ্লিষ্ট তদন্ত শিশুবান্ধব পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক কোড অনুযায়ী পরিচালিত হইবে। শিশুর প্রতি কোন প্রকার হয়রানী প্রতিরোধ করিবার জন্য পুলিশ কর্মকর্তা, যতদুর সম্ভব, বিচার চলাকালীন সাক্ষাৎকারের পূনরাবৃত্তি পরিহার করিবেন।

ধারা ৫৪ঃ সহায়ক ব্যক্তি।-

(১) ভয়ভীতি, পূনরায় অপরাধের শিকার ও যৌন বা অন্যবিধ হয়রানির শিকার হওয়ার ঝুঁকি প্রতিরোধ করিবার নিমিত্তে এবং বিচার চলাকালীন সময়ে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন একজন সমাজসেবা কর্মকর্তা বা প্রবেশন কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সমাজকর্মীকে অধিদপ্তর বা ক্ষেত্রমতে সংশ্লিষ্ট আদালত সহায়ক ব্যক্তি হিসাবে নিয়োগ করিবে;

(২) বিচার প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে একজন "অপরাধের শিকার শিশু" বা "শিশু সাক্ষী"র সাক্ষাতকার অবশ্যই সহায়ক ব্যক্তির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হইবে;

(৩) সম্পূর্ণ বিচার প্রক্রিয়ায় শিশু ও সহায়ক ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের ধারাবাহিকতা যতদূর সম্ভব নিশ্চিত করিতে হইবে;

(৪) সহায়ক ব্যক্তিকে নিয়োগকারী আদালত বা অধিদপ্তর সহায়ক ব্যক্তির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করিবে এবং প্রয়োজন হইলে তাহাকে পরামর্শ প্রদান করিবে। যদি সহায়ক ব্যক্তি এই আইনের বিধান অনুযায়ী তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন

করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে অধিদপ্তর বা আদালত সংশিষ্ট শিশুর এবং তাহার মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবকের সহিত পরামর্শক্রমে তদস্থলে নতুন সহায়ক ব্যক্তি নিয়োগ করিবে ।

ধারা ৫৫ঃ অভিযুক্ত ব্যাক্তির মুক্তির ক্ষেত্রে সহায়ক ব্যক্তির কর্তব্য ।-

অভিযুক্ত অপরাধ সংঘটনকারী হাজত বা বিচারপূর্ব আটকাদেশ হইতে মুক্তির বিষয় যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সহায়ক ব্যক্তি অবহিত হইবার পর, শিশু ও তাহার মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবক এবং আইনজীবীকে সেই বিষয় অবহিত করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে শিশুর যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে সহায়তা করিবেন ।

চর্তুদশ অধ্যায়

বিচার পরবর্তী সময়কাল

ধারা ৫৬ঃ পুনরুদ্ধার ও ক্ষতিপূরণের অধিকার ।-

(১) আদালত অপরাধের শিকার শিশু, তাহার মাতা-পিতা বা অভিভাবক এবং তাহার আইনজীবীকে ক্ষতিপূরণ দাবী ও আদায়ের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করিবে;

(২) আসামী দোষী সাব্যস্ত হইলে পাবলিক প্রসিকিউটর, অপরাধের শিকার শিশু, তাহার মাতা-পিতা বা অভিভাবক বা সহায়ক ব্যক্তি বা অপরাধের শিকার শিশুর আইনজীবীর অনুরোধক্রমে বা আদালত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া শিশুকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দেওয়া বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবার জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে ।

ধারা ৫৭ঃ বিচারের ফলাফল সম্পর্কে তথ্য ।-

(১) বিচার প্রক্রিয়া সমাপ্ত হইবার ৭ দিনের মধ্যে আদালত বিচারের ফলাফল সম্পর্কে শিশু, তাহার পিতামাতা বা অভিভাবক, শিশুর আইনজীবী ও সহায়ক ব্যক্তিকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে;

(২) বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পরে অনতিবিলম্বে অপরাধের শিকার শিশু বা সাক্ষী-শিশুকে পরামর্শ ও চিকিৎসা প্রদান নিশ্চিত করিবার জন্য সহায়ক ব্যক্তি যথোপযুক্ত সংস্থা বা পেশাজীবীগণের সহিত যোগাযোগ করিবেন ।

ধারা ৫৮ঃ দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির মুক্তির তথ্য ।-

(১) দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ সহায়ক ব্যক্তি বা শিশুর আইনজীবীর মাধ্যমে বা সরাসরি উক্ত মুক্তির অন্তত একদিন পূর্বে উক্ত মুক্তি সম্পর্কে শিশুকে এবং তাহার পিতামাতা বা অভিভাবককে অবহিত করিবে;

(২) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অপরাধের শিকার শিশু বা সাক্ষী শিশুকে তাহার বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হইবার পর অন্তত ২ বৎসর অবধি দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির মুক্তি সম্পর্কে অবহিত করিবে ।

পঞ্চম ভাগ

আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু

পঞ্চদশ অধ্যায়

সাধারণ বিধানাবলী

ধারা ৫৯ঃ শিশুদের সম্বন্ধে পরিভাষাসমূহের ব্যবহার ।-

এই আইনে যেইরূপ বিধান করা হইয়াছে সেইরূপ ব্যতীত, কোন শিশু সম্পর্কে 'অপরাধী', 'দণ্ডিত' শব্দসমূহ ব্যবহার করা যাইবে না; শিশুদের ক্ষেত্রে 'অপরাধী', 'দণ্ডাদেশ' শব্দসমূহ যথাক্রমে 'দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি' বা 'দোষী সাব্যস্তকরণ' বা আদালতের আদেশে উল্লিখিত অন্য কোন শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে ।

ধারা ৬০ঃ দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে অযোগ্যতার নিরসন ।-

এই আইনের অধীন কোন শিশু কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার দ্বারা অপরাধ সংঘটনের ঘটনা Penal Code (Act XLV of 1860) এর ধারা ৭৪ এর অধীন অথবা কোড-এর ধারা ৫৬৫ এর অধীন কার্যকর হইবে না, অথবা কোন অফিসে চাকুরী অথবা কোন আইনের অধীন নির্বাচনের ক্ষেত্রে অযোগ্যতা হিসাবে কাজ করিবে না ।

ষোড়শ অধ্যায়

গ্রেফতার, জামিন এবং তদন্ত

ধারা ৬১ঃ গ্রেফতার ।-

(১) শিশুকে গ্রেফতার করিবার সময় কোন প্রকার বল প্রয়োগ করা যাইবে না। বিচার প্রক্রিয়ার কোন পর্যায়েই শিশুকে হাতকড়া বা এই জাতীয় অন্য কোন উপকরণ ব্যবহার করা যাইবে না;

(২) শিশুকে গ্রেফতার করিবার পর পুলিশ কর্মকর্তা শিশুটির বয়স নির্ধারণ করিবেন ও তাহা নথিতে লিপিবদ্ধ করিবেন; যদি পুলিশ কর্মকর্তা তাহার বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে না পারেন, কিন্তু তাহাকে এই আইনের আওতাভুক্ত বয়সী প্রতীয়মান হয়, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাহাকে এই আইনের বিধান অনুযায়ী শিশু হিসাবে গণ্য করিবেন ।

(৩) কোন শিশুকে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ সংক্রান্ত আইনের অধীনে আটক করা যাইবে না;

ধারা ৬২ঃ পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক মাতা-পিতা ও প্রবেশন কর্মকর্তাকে অবহিত করণের বিধান ।-

(১) কোন শিশুকে গ্রেফতারের পর গ্রেফতারকারী কর্মকর্তা বা শিশুবান্ধব পুলিশ কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অবিলম্বে -

(ক) নির্ধারিত পদ্ধতিতে শিশুর মাতা-পিতা অথবা আইনানুগ অভিভাবককে উক্ত গ্রেফতার সম্পর্কে অবহিত করিবেন; এবং

(খ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রবেশন কর্মকর্তাকে উক্ত গ্রেফতার সম্পর্কে অবহিত করিবেন; এবং

(গ) প্রয়োজনে, শিশু অধিকার বিষয়ক কোন বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে অবহিত করিতে পারিবেন;

(২) যেইক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তা মাতা-পিতা ও প্রবেশন কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে সমর্থ হইবেন না সেইক্ষেত্রে যখন শিশুটিকে প্রথম আদালতে হাজির করা হইবে তখন উপধারা (১) এর বিধান অনুসরণ না করিবার কারণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করিবেন ।

ধারা ৬৩ঃ পুলিশ কর্তৃক সতর্কীকরণ ও জামিন ।-

(১) ক্ষেত্রমতে, মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবক এবং প্রবেশন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে শিশুবান্ধব পুলিশ কর্মকর্তা শিশুর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জবানবন্দী গ্রহণ করিবেন। আনীত অভিযোগের প্রকৃতি ও শিশুর অবস্থা বিবেচনায় পুলিশ কর্মকর্তা, সংশিষ্ট শিশু, মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবক ও প্রবেশন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে শিশুকে লিখিত বা মৌখিক সতর্কীকরণের পর মুক্তি প্রদান বা এই আইনের অধীন "বিকল্প পন্থা"য় প্রেরণ করিতে পারিবেন। মৌখিক সতর্কতা শিশুর বিরূদ্ধে রেকর্ড হিসাবে গণ্য হইবে না;

(২) এই আইনের বিধান ব্যতীত, কোড-এ বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যখন কোন শিশুকে গ্রেফতার করা হয় কিন্তু (১) উপধারার অধীন মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় না এবং তাৎক্ষণিকভাবে আদালতে হাজির করা সম্ভব হয় না, সেইক্ষেত্রে শিশুবান্ধব পুলিশ কর্মকর্তা শিশুটিকে তাহার মাতা-পিতার বা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে শর্ত ও জামানত সাপেক্ষে অথবা শর্ত ও জামানত ছাড়াই জামিনে মুক্ত করিয়া দিবেন, এমনকি যদি শিশুটি জামিন অযোগ্য অপরাধেও অভিযুক্ত হয়;

(৩) শিশুটির সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী হইলে পুলিশ কর্মকর্তা শিশুকে এইরূপ জামিন বা মুক্তি প্রদান করিবেন না;

(৪) গ্রেফতারকৃত শিশুকে উপধারা (২) অনুযায়ী জামিনে মুক্তি প্রদান করা না হইলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গ্রেফতারের ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে শিশুটিকে শিশু-আদালতে হাজির করিবেন। গ্রেফতারের পর হইতে আদালতে হাজির না করা পর্যন্ত শিশুকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র বা অন্য কোন নিরাপদ স্থানে আটক রাখার ব্যবস্থা করিবেন; সেইক্ষেত্রে উক্ত শিশুকে ইতোমধ্যেই দোষী সাব্যস্তদের নিকট হইতে পৃথক রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন ।

সপ্তদশ অধ্যায়

বিকল্প পন্থা

ধারা ৬৪ঃ বিকল্প পন্থাসমূহ ।-

(১) কোড- এ বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশুর বিচার কার্যক্রমের যে কোন পর্যায়ে পুলিশ অথবা শিশু-আদালত আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়া হইতে নিম্নের যে কোন এক বা একাধিক ব্যবস্থার সমন্বয়ে গঠিত বিকল্প পন্থা অবলম্বন করিতে পরিবেঃ

(ক) মৌখিক বা লিখিতভাবে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা;

(খ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিনাশর্তে বা শর্তসহ আনুষ্ঠানিক সতর্কতা;

(গ) শিশু-আদালত বা পুলিশ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য তত্ত্বাবধান ও তদারকীর অধীনে রাখা;

(ঘ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে হাজিরার আদেশাধীনে রাখা;

(ঙ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে শিশু-আদালত বা পুলিশ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য বাধ্যতামূলক স্কুলে উপস্থিতির আদেশ;

(চ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও শিশু-আদালত বা পুলিশ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য পরিবারে সময় প্রদানের আদেশ;

(ছ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে শিশু-আদালত বা পুলিশ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য ও কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সাহচর্য গ্রহণের আদেশ;

(জ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভালো আচরণের আদেশ;

(ঝ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে শিশুর চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করার আদেশ ;

(ঞ) শিশু-আদালত বা পুলিশ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য পরামর্শ গ্রহণের জন্য বা মনোচিকিৎসার জন্য প্রেরণ;

(ট) শিশু-আদালত বা পুলিশ কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ ও সময়ের জন্য কোন বিশেষায়িত কেন্দ্র বা বিশেষ কোন কর্মমুখী বা বিশেষায়িত শিক্ষার উদ্দেশ্যে কোন স্থানে বাধ্যতামূলক উপস্থিতির আদেশ;

(ঠ) প্রবেশন কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা বিশেষ ব্যক্তিত্ব বা গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রনে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজের উপকারের জন্য কিছু সেবা প্রদানের আদেশ;

(ড) একটি নির্দিষ্ট অপরাধের এক বা একাধিক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কিছু সেবা বা সুবিধা প্রদান করা, যাহার ব্যয়ভার শিশু বা তাহার পরিবার বহনে সক্ষম;

(ঢ) নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে শিশুকে 'পারিবারিক সম্মেলন' বা 'অপরাধের শিকার ও অপরাধকারীর মধ্যে মধ্যস্থতা'য় উপস্থিত থাকার আদেশ ।

(২) 'বিকল্প পন্থা' নির্ধারণের পর পুলিশ কর্মকর্তা বা শিশু-আদালত একজন প্রবেশন কর্মকর্তা বা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে, শিশু বা তাহার মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবক বিকল্প পন্থার শর্ত পালন করিতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য রাখিবার জন্য দায়িত্ব প্রদান করিবে;

(৩) শিশু বা তাহার মাতা-পিতা বা অভিভাবক যদি বিকল্প পন্থার কোনো শর্ত ভঙ্গ করে, তাহা হইলে (২) উপধারার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা ব্যক্তি লিখিতভাবে শিশু-আদালতকে বিষয়টি অবহিত করিবেন;

ধারা ৬৫ঃ বিকল্প পন্থার লভ্যতা ।-

(১) অধিদপ্তর প্রত্যাশিত বিকল্প পন্থা বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে;

(২) অধিদপ্তর ব্যতীত অন্য কোন সরকারী সংস্থা বা এনজিও বা ব্যক্তি যথাযথ বিকল্প পন্থার কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে ।

ধারা ৬৬ঃ বিকল্প পন্থার মেয়াদ ।-

(১) বিকল্প পন্থার মেয়াদ এই আইন বা নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী শিশু-আদালত বা পুলিশ কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদের অতিরিক্ত হইবে না;

(২) যদি অপরাধ সংঘটনকারী শিশু বিকল্প পন্থা অবলম্বনে ইতিবাচক সাড়া দেয়, তাহা হইলে বিকল্প পন্থা নির্দিষ্ট মেয়াদের আগেই সমাপ্ত করা যাইতে পারে ।

ধারা ৬৭ঃ পারিবারিক সম্মেলন ।-

(১) যদি শিশুকে পারিবারিক সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে আদালত কর্তৃক উক্তরূপ অদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে প্রবেশন কর্মকর্তা বা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিম্নবর্ণিত উপায়ে এইরূপ সম্মেলনের আয়োজন করিবেন-

(ক) সম্মেলনের তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ; ও

(খ) উক্ত সম্মেলনে যাহাদের উপস্থিতি কাম্য তাহাদেরকে সম্মেলনের তারিখ, সময় ও স্থান সম্পর্কে অবহিত করা ।

(২) পারিবারিক সম্মেলনে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকিতে পারিবেন-

(ক) শিশু ও তাহার বর্ধিত পরিবারের সদস্যসহ মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবক;

(খ) শিশু কর্তৃক অনুরোধকৃত যে কোন ব্যক্তি;

(গ) প্রবেশন কর্মকর্তা;

(ঘ) পাবলিক প্রসিকিউটর;

(ঙ) শিশুবান্ধব পুলিশ কর্মকর্তা;

(চ) সংশ্লিষ্ট অপরাধের শিকার ব্যক্তি এবং যদি উক্ত অপরাধের শিকার ব্যক্তির বয়স ১৮ (আঠার) বৎসরের কম হয়, তাহা হইলে তাহার মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবক;

(ছ) শিশুর আইনগত প্রতিনিধি;

(জ) শিশু যে সমাজে বসবাস করে সেই সমাজের একজন সদস্য; এবং

(ঝ) প্রবেশন কর্মকর্তা বা সম্মেলন আয়োজনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য অনুমোদিত যে কোন ব্যক্তি ।

(৩) যদি একটি পারিবারিক সম্মেলন নির্ধারিত তারিখে ও স্থানে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে প্রবেশন কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই ধারার বিধান অনুসারে আরেকটি সম্মেলনের আয়োজন করিবেন;

(৪) পারিবারিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণ সমঝোতার ভিত্তিতে সম্মেলনের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ ও অনুসরণ করিয়া শিশুর জন্য যেইরূপ সঠিক মনে করেন, সেইরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(৫) প্রবেশন কর্মকর্তা বা সম্মেলন আয়োজনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া ইহার অনুলিপি সম্মেলনে উপস্থিত সকল ব্যক্তি ও উপধারা (২)এ উলিখিত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিবর্গকে প্রদান করিবেন;

(৬) পারিবারিক সম্মেলনে গৃহীত কোন পরিকল্পনার শর্ত যদি শিশু বা তাহার মাতা- পিতা বা আইনানুগ অভিভাবক পালন করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এইরূপ ব্যর্থতার কথা লিখিতভাবে শিশু-আদালতকে অবহিত করিবেন, সেইক্ষেত্রে ৫৫ ধারা প্রযোজ্য হইবে;

(৭) যদি পারিবারিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণ একটি পরিকল্পনায় একমত হইতে না পারেন, তাহা হইলে সম্মেলন বাতিল হইয়া যাইবে এবং অন্য একটি বিকল্প পন্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি প্রবেশন কর্মকর্তা শিশু-আদালতে ফেরত পাঠাইবেন;

(৮) পারিবারিক সম্মেলনের কার্যসমূহ গোপনীয় হইবে এবং উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী কোন ব্যক্তির কোন বক্তব্য পরবর্তিতে কোন আদালতের বিচার কার্যক্রমে ব্যবহার করা যাইবে না ।

ধারা ৬৮ঃ অপরাধের শিকার ও অপরাধ সংঘটনকারীর মধ্যে মীমাংসা ।-

যদি একটি শিশুকে 'অপরাধের শিকার ও অপরাধ সংঘটনকারীর মধ্যে মীমাংসার' জন্য প্রেরণ করা হয়, তাহা হইলে ৬৭ ধারার (১), (৫), (৬), (৭) ও (৮) উপধারা ক্ষেত্রমতে প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হইবে । শিশু-আদালত কর্তৃক নিযুক্ত প্রবেশন কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান 'অপরাধের শিকার ও অপরাধ সংঘটনকারীর মধ্যে মীমাংসা' কার্যক্রম-এর আয়োজন করিবেন এবং মীমাংসার কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করিবেন ।

ধারা ৬৯ঃ বিকল্প পন্থা আদেশ পালনে ব্যর্থতা । -

(১) যদি শিশু বা তাহার মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবক বিকল্প পন্থা সংক্রান্ত কোন আদেশ পালনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে শিশু-আদালত বা পুলিশ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত ব্যর্থতা সম্পর্কে অবগত হইবার পর, শিশুটিকে গ্রেফতার করিবার জন্য গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করিতে পারিবে অথবা শিশুকে নির্ধারিত আদালতে বা থানায় হাজির হইবার জন্য লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে;

(২) এইরূপ ক্ষেত্রে শিশুকে আদালতে হাজির করা হইলে শিশু-আদালতের বিচারক বা শিশুবান্ধব পুলিশ কর্মকর্তা শিশুর বিকল্প পন্থা আদেশ পালনে ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন;

(৩) উপধারা (২) এ বর্ণিত অনুসন্ধান প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক এবং অনুসন্ধানে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তির অভিমত বিবেচনান্তে, শিশু-আদালত বা পুলিশ নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে-

(ক) একজন অভিভাবক বা উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান, যিনি শিশু ও তাহার পরিবারকে প্রাথমিক ভাবে আরোপিত বিকল্প পন্থা মানিয়া চলিবার জন্য সহায়তা করিবেন; অথবা

(খ) বিকল্প পন্থার ইতোপূর্বে আরোপিত শর্তসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক ভিন্ন শর্ত আরোপ; অথবা

(গ) রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর নিকট সংশ্লিষ্ট শিশুর বিরূদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য নথি প্রেরণ ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিচার চলাকালীন আদালতের কার্যপ্রনালী

ধারা ৭০ঃ শিশু-আদালত কর্তৃক বয়স অনুমান ও নির্ধারণ ।-

(১) অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হইয়া বা অন্য কোন কারণে কোন শিশু আদালতে আনীত হইলে, এবং আদালতের নিকট তাহাকে শিশু বলিয়া অনুমিত হইলে, আদালত উক্ত ব্যক্তির বয়স সম্পর্কে তদন্ত করিবে এবং তদুদ্দেশ্যে শুনানীকালে যে সাক্ষ্য প্রমান পাওয়া যায় তাহা গ্রহণ করিয়া তাহার বয়সের যতদূর সম্ভব কাছাকাছি বর্ণনাসহ উক্ত তদন্ত ফল লিপিবদ্ধ করিবে;

(২) বয়স নির্ধারণের উদ্দেশ্যে -

(ক) আদালত যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন প্রাসঙ্গিক দলিল, তথ্য বা বিবৃতি চাহিতে পারিবে;

(খ) অনুচ্ছেদ (ক) এ উল্লিখিত কোন দলিল, তথ্য বা বিবৃতি উপস্থাপন করিবার জন্য আদালত কোন ব্যক্তির উপর সমন জারী করিতে পারিবে;

(৩) এইরূপ ব্যক্তির বয়স নির্ভুলভাবে আদালত কর্তৃক বর্ণিত হয় নাই বলিয়া পরবর্তীকালে প্রমান পাওয়া গেলেও ইহার কারণে আদালতের আদেশ বা রায় অবৈধ হইবে না এবং আদালত কর্তৃক অনুমিত বা ঘোষিত বয়স, এই আইনের উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তির প্রকৃত বয়স বলিয়া গণ্য হইবে এবং যেই ক্ষেত্রে আদালতের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে উহার সম্মুখে হাজিরকৃত ব্যক্তির বয়স ১৮ বৎসর বা অধিক, সেই ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি এই আইনের উদ্দেশ্যে শিশু বলিয়া গণ্য হইবে না ।

(৪) যে তারিখে অপরাধ সংঘটিত হয়, সেই তারিখই হইবে বয়স নির্ধারনের জন্য প্রাসঙ্গিক তারিখ ।

ধারা ৭১ঃ শিশুকে বিকল্প পন্থায় পরিচালিত করিবার শিশু আদালতের ক্ষমতা ।-

(১) এই আইনের যে কোন বিধানে বা আপাততঃ বলবৎ অন্য যে কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছু বলা থাকুক না কেন, শিশু-আদালত ইহার নিকট আনীত কোন মামলার যে কোন পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক বিচার পরিহার করিয়া বা মূলতবী করিয়া উক্ত মামলা বিকল্প পন্থায় পরিচালিত করিতে পারিবে;

(২) মামলা বিকল্প পন্থায় পরিচালিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শিশু-আদালত, প্রবেশন কর্মকর্তার সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন বিবেচনা করিয়া এবং শিশু বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাহার মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবকের সম্মতি গ্রহণ করিবে ।

ধারা ৭২ঃ শিশু আদালত কর্তৃক আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর মুক্তি প্রদান বা জামিন ।-

(১) কোড- এ বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন এবং এই আইনের অন্যরূপ বিধান সত্ত্বেও, যখন শিশু-আদালতে হাজিরকৃত কোন শিশু যাহার মামলা ৭১ ধারা অনুযায়ী 'বিকল্প পন্থা'য় পরিচালিত করা হয় নাই, তাহাকে শিশু-আদালত জামানতসহ বা জামানত ছাড়াই জামিনে মুক্তি প্রদান করিতে পারিবে, যদিও তাহার বিরুদ্ধে অ-জামিনযোগ্য অপরাধের অভিযোগ আনা হইয়া থাকে এবং যদি না উক্ত মুক্তি প্রদানের কারনে শিশুটির বা সমাজের মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে;

(২) শিশুটির নিজের মুচলেকা অথবা বিনা জামানতে অথবা শিশুর মাতা-পিতা, আইনানুগ অভিভাবক বা নিকট আত্মীয় বা যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা যাহাকে শিশু-আদালত উপযুক্ত মনে করেন, তাহার জামানত প্রদান সাপেক্ষে শিশুকে জামিন প্রদান করা যাইতে পারে;

(৩) যদি জামিন মঞ্জুর করা না হয়, তাহা হইলে শিশু-আদালত এইরূপ প্রত্যাখ্যানের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং আবেদনকারীকে এই মর্মে অভিহিত করিবেন যে জামিনের জন্য তাহার উচ্চতর আদালতে যাইবার অধিকার রহিয়াছে।

ধারা ৭৩ঃ সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন।-

(১) প্রবেশন কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে শিশুকে আদালতে হাজির করার ২১ দিনের মধ্যে একটি সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন শিশু-আদালতে দাখিল করিবেন;

(২) উক্ত প্রতিবেদনে শিশুটির সামাজিক পটভূমি ও কোন অবস্থায় সে বসবাস করে এবং কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা অন্তর্ভূক্ত থাকিবে। প্রবেশন কর্মকর্তার প্রতিবেদন অথবা অন্য কোন প্রতিবেদন গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা ৭৪ঃ বিচার চলাকালীন সময়ে শিশুকে আটক রাখা। -

(১) বিচার চলাকালীন সময়ে শিশুকে আটক রাখা সর্বশেষ পন্থা হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং তা যথাসম্ভব স্বল্প মেয়াদের জন্য হইবে;

(২) যখনই সম্ভব হইবে তখনই 'বিচার চলাকালীন আটক'কে এই আইনে বর্ণিত বিকল্প পন্থা দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হইবে;

(৩) যখন আটক রাখা একান্ত প্রয়োজন তখন শিশু-আদালত, শিশুটিকে আদালত হইতে যুক্তি সঙ্গত দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করিবার আদেশ প্রদান করিবেন এবং সেই ক্ষেত্রে শিশুকে পৃথক রাখিবার নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

ধারা ৭৫ঃ শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কের একত্রে বিচার করা চলিবে না।-

(১) কোড-এর ২৩৯ ধারা অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশুকে কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সহিত একসাথে কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত বা বিচার করা যাইবে না;

(২) যখন কোন শিশু প্রাপ্তবয়স্কের সহিত একসঙ্গে কোন অপরাধ সংঘটনের দায়ে অভিযুক্ত এবং মামলাটি শিশু-আদালত ব্যতীত অন্য কোন আদালতের নিকট উপস্থাপন করা হয়, তখন উক্ত মামলার শিশুর সহিত সংশ্লিষ্ট অংশটুকু পৃথক করা হইবে এবং তাহা শিশু-আদালতে স্থানান্তরিত করা হইবে।

ধারা ৭৬ঃ বিচার সমাপ্তির সময়সীমা।-

(১) কোড- এ বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশু-আদালত উক্ত আদালতে শিশুর প্রথম উপস্থিত হইবার তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে বিচারকার্য নিষ্পত্তি করিবেন;

(২) যদি (১) উপধারায় উল্লেখিত সময়ের মধ্যে বিচার সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে শিশু-আদালত ইহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিচারকার্য নিষ্পত্তি করিবার সময়সীমা সর্বোচ্চ আরো ১(এক) মাস বর্ধিত করিতে পারিবে;

(৩) শিশু-আদালতে বিচার আরম্ভ হইবার পর হইতে বিচার নিষ্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে বিচার কার্য আদালতের প্রত্যেক কার্য দিবসে বিনা বিরতিতে চলিতে থাকিবে;

(৪) উপধারা (১) ও (২) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে যদি বিচার কার্য নিষ্পন্ন না হয়, তাহা হইলে শিশুটি সংশ্লিষ্ট অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইবে এবং একই অপরাধের জন্য তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোন বিচার প্রক্রিয়া চলিবে না।

ধারা ৭৭ঃ বাদ দেওয়া না হইলে কোড এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।-

এই আইন অথবা প্রণীত বিধির স্পষ্ট বিধান ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে এই আইনের অধীন মামলার বিচার এবং কার্যধারা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোড- এর বিধানাবলী অনুসরণ করা হইবে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

দণ্ডাদেশ

ধারা ৭৮ঃ শিশুকে এই অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী দণ্ডাদেশ দেওয়া হইবে।-

(১) শিশু-আদালতে কোন শিশু দোষী সাব্যস্ত হইলে এই অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী দণ্ডাদেশ প্রদান করিতে হইবে;

(২) শিশু-আদালতের যে কোন আদেশের ভিত্তি হইবে প্রবেশন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন;

(৩) আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শিশু-আদালত শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনায় নিবে এবং এটা নিশ্চিত করিবে যে, দোষী সাব্যস্ত শিশুর বিষয়ে গৃহীত কোন পদক্ষেপ যেন সর্বদাই শিশুর অবস্থা ও অপরাধ-এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়;

ধারা ৭৯ঃ নির্দিষ্ট ধরনের শাস্তি নিষিদ্ধ ।-

(১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন শিশু মৃত্যুদণ্ড বা কোন প্রকার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে না;

(২) শিশুকে আটক রাখিবার আদেশ হইবে আদালতের সর্বশেষ দণ্ড প্রদানের পন্থা এবং তাহা হইবে যথাসম্ভব স্বল্পতম মেয়াদের জন্য;

(৩) প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, এমন শিশুর ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ কোথায় কার্যকর করিতে হইবে তাহা নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে নিকটস্থ নিরাপদ হেফাজতে রাখিতে হইবে;

(৪) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশুকে কোন প্রকার দৈহিক শাস্তি প্রদান করা যাইবে না;

(৫) আটক থাকাকালীন শিশুকে কোন প্রাপ্তবয়স্ক কয়েদীর সহিত মিশিতে দেওয়া যাইবে না;

(৬) মেয়েদেরকে অবশ্যই ছেলেদের হইতে পৃথক রাখা হইবে এবং অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার তত্ত্বাবধানে রাখিতে হইবে ।

ধারা ৮০ঃ অ-প্রাতিষ্ঠানিক আদেশসমূহ ।-

(১) একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক আদেশের উদ্দেশ্য হইবে শিশুকে স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশে পুনর্বাসন করা;

(২) শিশু-আদালত দোষী সাব্যস্ত শিশুকে নিম্নবর্ণিত যে কোন অ-প্রাতিষ্ঠানিক আদেশ প্রদান করিতে পারিবেঃ

(ক) নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপদেশ বা সতর্কীকরণ;

(খ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোন বিশেষ কেন্দ্র বা স্থানে একটি নির্দিষ্ট কর্মমুখী শিক্ষা বা সাধারণ শিক্ষাগত উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক উপস্থিতির আদেশ;

(গ) সদাচরণের প্রবেশন শেষে শিশুকে মুক্তি প্রদান এবং শিশুকে মাতা-পিতার বা তাহাদের যে কোন একজন, বা আইনানুগ অভিভাবক বা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে অর্পণ, যখন উক্ত মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবক বা উপযুক্ত ব্যক্তি শিশু-আদালতের চাহিদা অনুযায়ী জামানতসহ বা বিনা জামানতে তিন বৎসরের অধিক নয় এইরূপ যে কোন মেয়াদের জন্য শিশুর ভালো আচরণ ও ভালো হওয়ার শর্তে অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করিবেন;

(ঘ) শিশুকে বা তাহার মাতা-পিতাকে চুরি হওয়া জিনিস ফেরত প্রদান বা প্রতিস্থাপনের আদেশ;

(ঙ) শিশুকে অপরাধের শিকার ব্যক্তির নিকট ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ;

(চ) প্রবেশন কর্মকর্তার অধীনে পরিচর্যা, দিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানের আদেশ;

(ছ) শিশুর বয়স, শারিরীক গঠন, সম্মানবোধ ও শিশুর লেখাপড়া চালাইয়া যাওয়ার বিষয় বিবেচনাপূর্বক তাহাকে সমাজে যথোপযুক্ত কাজে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগ;

(জ) দলীয় পরামর্শ ও অনুরূপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের আদেশ যাহাতে নিয়মিত সমকক্ষ ব্যক্তি ও প্রাপ্তবয়স্কের পর্যবেক্ষণ ও মনস্তাত্ত্বিক পরিচর্যা অন্তর্ভূক্ত থাকিবে;

(৩) এই আইনের বিধান অনুযায়ী যে ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে শিশুকে অর্পণ করা হয় তাহার শিশুর উপর শিশুটির মাতা-পিতার ন্যায় নিয়ন্ত্রণ থাকিবে এবং তিনি শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বশীল থাকিবেন এবং শিশুটির মাতা-পিতা বা অন্য কোন ব্যক্তি যাহাই দাবী করুক না কেন, শিশু-আদালত কর্তৃক নির্দেশিত মেয়াদ পর্যন্ত উক্ত শিশু উক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকিবে;

(৪) প্রবেশন কর্মকর্তার প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইয়া বা অন্য কোনভাবে যদি শিশু-আদালতের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, শিশুটি প্রবেশনের মেয়াদে ভালো আচরণ করে নাই, তাহা হইলে বিষয়টি যাচাইপূর্বক শিশু-আদালত-

(ক) পরিবর্তিত শর্তে একই আদেশ প্রদান করিতে পারিবে; অথবা

(খ) এই আইনের অধীন অন্য কোন দণ্ডাদেশ প্রদান করিতে পারিবে; অথবা

(গ) একজন প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে, যিনি শিশুটিকে বা তাহার পরিবারকে আদেশ মানিয়া চলিতে সাহায্য করিবেন; অথবা

(ঘ) সর্বশেষ উপায় হিসাবে শিশুটিকে কোনো প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের জন্য আদেশ দিতে পারিবে ।

ধারা ৮১ঃ মাতা-পিতার উপর অর্থদণ্ড প্রদান করিবার আদেশ ।-

(১) যেই ক্ষেত্রে কোন শিশু অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয় সেই ক্ষেত্রে শিশু-আদালত শিশুটির মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবককে দণ্ডিত অর্থ পরিশোধের জন্য আদেশ দিবেন, যদি না শিশু-আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, শিশুর মাতা-পিতা, বা অভিভাবককে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না অথবা শিশুর মাতা-পিতা শিশুর প্রতি যথাযথ যত্ন নিতে অবহেলা করিয়া শিশুকে অপরাধ সংঘটনে সাহায্য করেন নাই;

(২) যেই ক্ষেত্রে শিশুর মাতা-পিতা অথবা আইনানুগ অভিভাবক (১) উপধারার অধীনে জরিমানা প্রদানে নির্দেশিত হইয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে কোড- এর বিধান মোতাবেক উক্ত অর্থ আদায় করা যাইবে;

(৩) মাতা-পিতা কর্তৃক অর্থদণ্ড প্রদানের অপরাগতার কারণে শিশুকে কারাদণ্ড প্রদান করা যাইবে না ।

ধারা ৮২ঃ উপ-প্রাতিষ্ঠানিক আদেশসমূহ ।-

শিশু-আদালত প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উপায়সমূহের সমন্বয়ে আদেশ করিতে পারিবে, যাহার মধ্যে দিনের বেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণ ও অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্ত হইবে, যাহা শিশুটিকে সমাজে সঠিক পূনঃএকত্রীকরণে সহায়তা করিবে ।

ধারা ৮৩ঃ প্রাতিষ্ঠানিক আদেশসমূহ ।-

(১) শিশুকে প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ হইবে সর্বশেষ পন্থা এবং তাহা হইবে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন মেয়াদের জন্য;

(২) যদি শিশু মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে দোষী প্রমানিত হয়, তাহা হইলে শিশু-আদালত যথার্থ মনে করিলে, আদালত যেইরূপ সঠিক মনে করেন সেইরূপ মেয়াদের জন্য কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন, তবে উক্ত মেয়াদ কোনভাবেই তিন বৎসরের অধিক হইবে না;

(৩) উপধারা (২) অনুযায়ী এইরূপ আটকাদেশের মেয়াদ কোনভাবেই উক্ত শিশুর ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পরে আর বর্ধিত হইবে না । শিশু-আদালতের আদেশে অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, শিশুর বয়স ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হইবার সাথে সাথে অনতিবিলম্বে শিশুকে উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে মুক্তি দিতে হইবে ।

ধারা ৮৪ঃ মাতা-পিতার করণীয় ।-

(১) যে শিশু-আদালত কোন শিশুকে কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে আটক রাখিবার অথবা তাহার কোন আত্মীয় কিংবা উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করিবার আদেশ প্রদান করেন, সেই আদালত নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত শিশুর ভরণপোষণ প্রদান করিবার জন্য, তাহার ভরণপোষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, মাতা-পিতা বা অন্য কোন ব্যক্তির উপর আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোনো আদেশ প্রদানের পূর্বে শিশু-আদালত শিশুর ভরণপোষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মাতা-পিতা অথবা অন্য ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবে এবং যদি কোনো সাক্ষ্য প্রমান পাওয়া যায় তবে তাহা ক্ষেত্রবিশেষে মাতা-পিতা বা এইরূপ অন্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে লিপিবদ্ধ করিবেন;

(৩) এই ধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশ শিশু-আদালত কর্তৃক রদবদল হইতে পারে ।

ধারা ৮৫ঃ পলাতক শিশু সম্পর্কে করণীয় ।-

(১) আপাততঃ বলবৎ কোন আইনে বিপরীত কিছু থাকা সত্ত্বেও কোন পুলিশ কর্মকর্তা, প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান অথবা যে ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকিবার জন্য শিশুকে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল, তাহার তত্ত্বাবধান হইতে পলাতক শিশুকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করিতে পারিবেন এবং উক্ত শিশুর কোন অপরাধ নথিভূক্ত না করিয়া বা তাহার বিরুদ্ধে মামলা না চালাইয়া তাহাকে উক্ত প্রতিষ্ঠান কিংবা উক্ত ব্যক্তির নিকট ফেরত পাঠাইবেন এবং এইরূপ পলাতক হওয়ার কারণে উক্ত শিশু কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না;

(২) প্রতিষ্ঠান হইতে পলাতক শিশু গ্রেফতার হইলে, উক্ত প্রতিষ্ঠানে ফেরত প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত তাহাকে নিরাপদ স্থানে রাখা হইবে ।

ধারা ৮৬ঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্থানান্তর ।-

সরকার একটি শিশুকে এক প্রতিষ্ঠান হইতে অন্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরের আদেশ দিতে পারিবেন ।

ধারা ৮৭ঃ নির্দিষ্ট বিরতিতে পর্যালোচনা ও মুক্তি প্রদান ।-

(১) শিশু-আদালতের প্রত্যেক আদেশে, ইহা নির্দিষ্ট বিরতিতে পর্যালোচনা করিবার বিধান অন্তর্ভূক্ত থাকিবে, যাহার মাধ্যমে শিশু-আদালত ইহার প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনা করিবে এবং ইহার মাধ্যমে শিশুকে শর্ত সাপেক্ষে বা বিনা শর্তে মুক্তি প্রদান করিতে পারিবে;

(২) সরকার, যে কোন সময় কোন শিশুকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র বা নিরাপদ স্থান বা অন্য কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তি যাহার তত্ত্বাবধানে এই আইন অনুযায়ী শিশুকে সোপর্দ করা হইয়াছে, তাহার তত্ত্বাবধান হইতে বিনা শর্তে বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে ।

ষষ্ঠ ভাগ

প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা সংঘটিত শিশু সংক্রান্ত বিশেষ অপরাধসমূহ

বিংশ অধ্যায়

ধারা ৮৮ঃ শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতার দণ্ড ।-

কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তাহার হেফাজত, দায়িত্ব বা পরিচর্যায় থাকা কোন শিশুকে আঘাত, উৎপীড়ন, অবহেলা, বর্জন অথবা অশালীনভাবে প্রদর্শন করিলে অথবা এইরূপভাবে আক্রমন, উৎপীড়ন, অবহেলা, বর্জন অথবা অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগের ফলে শিশুটির দুর্ভোগ হইলে কিংবা দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হইলে বা শরীরের কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের ক্ষতি হইলে কিংবা মানসিক বিকৃতি ঘটিলে উক্ত ব্যক্তি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে ।

ধারা ৮৯ঃ শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগের দণ্ড ।-

যদি কোন ব্যক্তি কোন শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে নিয়োগ করে; অথবা শিশুর হেফাজত, তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যার জন্য দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তি যদি ভিক্ষার উদ্দেশ্যে শিশুর নিয়োগদানে প্রশ্রয় দেয় বা উৎসাহ দেয়, অথবা ভিক্ষার উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে প্রদর্শনীরূপে ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দন্ডে দণ্ডনীয় হইবে ।

ধারা ৯০ঃ শিশুর দায়িত্বে থাকাকালে নেশাগ্রস্থ হইবার দণ্ড ।-

কোন শিশুর দায়িত্বে থাকাকালে কোন ব্যক্তিকে যদি নেশাগ্রস্থ অবস্থায় পাওয়া যায় এবং এই কারণে সেই ব্যক্তি শিশুটির যথাযথ তত্ত্বাবধান করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে ।

ধারা ৯১ঃ শিশুকে নেশাগ্রস্তকারী মাদকদ্রব্য কিংবা বিপজ্জনক ঔষধ প্রদানের দণ্ড ।-

যদি কোন শিশুকে অসুস্থতা অথবা অন্য কোন জরুরী কারণে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তারের আদেশ ব্যতীত কোন ব্যক্তি নেশাগ্রস্তকারী মাদকদ্রব্য অথবা বিপজ্জনক ঔষধ প্রদান করে বা করায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তিন বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে ।

ধারা ৯২ঃ মদ কিংবা বিপদজ্জনক ঔষধ বিক্রয়ের স্থান সমূহে প্রবেশের অনুমতিদানের দণ্ড ।-

যে ব্যক্তি শিশুকে মদ কিংবা বিপজ্জনক ঔষধ বিক্রয়ের স্থানে লইয়া যায়, অথবা এইরূপ স্থানের স্বত্ত্বাধিকারী, মালিক কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইয়াও শিশুকে যে অনুরূপ স্থানে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করে অথবা যে ব্যক্তি শিশুকে উক্ত স্থানে যাওয়ার কারণ ঘটায়, সেই ব্যক্তি তিন বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে ।

ধারা ৯৩ঃ শিশুকে বাজী ধরিতে বা ঋণ গ্রহণে প্ররোচনা দেওয়ার দণ্ড ।-

যে ব্যক্তি মৌখিক বা লিখিত শব্দ দ্বারা কিংবা ইঙ্গিত দ্বারা বা অন্য কোন ভাবে কোন শিশুকে কোন বাজী ধরিতে বা পণ রাখিতে অথবা কোন বাজী বা পণ ভিত্তিক লেনদেনে অংশগ্রহণ করিতে অথবা শেয়ার লইতে উসকানি দেয় কিংবা দেওয়ার চেষ্টা করে অথবা অনুরূপভাবে কোন শিশুকে ঋণ গ্রহণ করিতে কিংবা ঋণ গ্রহণমূলক লেনদেনে অংশ গ্রহণ করিতে

উসকানি দেয়, সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে ।

ধারা ৯৪ঃ শিশুর নিকট হইতে দ্রব্যাদি বন্ধক গ্রহণ বা ক্রয় করার দণ্ড ।-

যেই ব্যক্তি কোন শিশুর নিকট হইতে কোন দ্রব্য, তাহা উক্ত শিশু নিজ তরফ হইতে বা অন্য ব্যক্তির তরফ হইতে প্রদেয় হউক না কেন, বন্ধক গ্রহণ করেন, তবে সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড কিংবা পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ।

ধারা ৯৫ঃ শিশুকে যৌনপল্লীতে থাকার অনুমতিদানের দণ্ড ।-

যদি কোন ব্যক্তি চার বৎসরের বেশী বয়সের কোন শিশুকে যৌনপল্লীতে বাস করিতে কিংবা বারবার গমনাগমন করিতে সুযোগ বা অনুমতি দেয়, তবে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ।

ধারা ৯৬ঃ অসৎ পথে পরিচালনা করা বা করিতে উৎসাহ দানের জন্য দণ্ড ।-

(১) যে ব্যক্তি কোন শিশুর প্রকৃত দায়িত্বসম্পন্ন হইয়া বা তাহার তত্ত্বাবধানকারী হইয়া তাহাকে অসৎ পথে পরিচালিত কিংবা যৌনবৃত্তিতে প্রবৃত্ত করায় বা সেইজন্য উৎসাহ দেয় অথবা কোন ব্যক্তির সহিত তাহার যৌনসঙ্গম করায় বা সেইজন্য উৎসাহ দেয়, তবে সেই ব্যক্তি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন;

(২) কোন ব্যক্তির নালিশের প্রেক্ষিতে যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোন শিশু তাহার মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবকের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অসৎ পথে পরিচালিত হওয়া বা যৌনবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়ার ঝুঁকির সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা হইলে আদালত এইরূপ শিশুর ব্যাপারে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন এবং তদারকি করিবার জন্য একটি মুচলেকা সম্পাদন করিতে মাতা-পিতা অথবা আইনানুগ অভিভাবককে নির্দেশ দিতে পারিবেন ।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারার উদ্দেশ্যে সেই ব্যক্তি কোন শিশুকে অসৎ পথে বা যৌনবৃত্তিতে পরিচালিত করাইয়াছে বা সেইজন্য উৎসাহ দিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি সেই ব্যক্তি শিশুটিকে কোন যৌনকর্মী কিংবা ভ্রষ্ট চরিত্র বলিয়া জ্ঞাত ব্যক্তির সহিত বাস করিতে বা তাহার অধীনে চাকরিতে নিয়োজিত হইতে বা থাকিতে জ্ঞাতসারে অনুমতি দিয়া থাকেন ।

ধারা ৯৭ঃ শিশু কর্মচারীদেরকে শোষণের দণ্ড ।-

(১) যে ব্যক্তি শ্রম আইনের বিধান মোতাবেক কোন কারখানা কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজে নিয়োগের কথা বলিয়া কোন শিশুকে হস্তগত করে, কিন্ত কার্যত শিশুটিকে তাহার নিজ স্বার্থে শোষণ করে বা কাজে আটকাইয়া রাখে অথবা তাহার উপার্জন ভোগ করে, সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে;

(২) যে ব্যক্তি (১) উপ–ধারায় বর্ণিত কোন একটি উদ্দেশ্যের জন্য কোন শিশুকে হস্তগত করে কিন্তু তাহাকে অসৎ পথে চালিত হওয়া, যৌনকর্মী, কিংবা নীতি-গর্হিত কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার ঝুঁকির সম্মুখীন করে তিনি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড কিংবা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে ।

(৩) যে ব্যক্তি (১) উপ-ধারায় বা (২) উপ-ধারায় উল্লিখিত পদ্ধতিতে শোষিত বা কাজে লাগানো শিশুর শ্রমের ফল ভোগ করে অথবা যাহার নৈতিকতা বিরোধী বিনোদনের কাজে উক্ত শিশুকে ব্যবহার করা হয়, সেই ব্যক্তি দুষ্কর্মে সহায়তার জন্য দায়ী হইবে ।

ধারা ৯৮ঃ সংবাদ মাধ্যম কর্তৃক কোন গোপন তথ্য প্রকাশ ।-

কোন প্রতিবেদন, সংবাদপত্র, পত্রিকা, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা অন্য কোন সংবাদ সংস্থা কর্তৃক কোন শিশুর সম্পর্কে তথ্য, বা এই আইন অনুযায়ী শিশু-আদালতে বিচারাধীন কোন মামলা বা বিচার কার্যক্রম সম্পর্কে কোন তথ্য প্রকাশ করা যাহার দ্বারা শিশুটিকে সরাসরি বা প্রকারান্তরে সনাক্ত করা যায়, কিংবা এইরূপ শিশুর কোন ছবি প্রকাশ করা দণ্ডনীয় অপরাধ । এইরূপ বিধান লংঘন করিয়া যে ব্যক্তি কোন প্রতিবেদন বা ছবি প্রকাশ করেন, তিনি এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ।

ধারা ৯৯ঃ শিশুকে পলায়নে সহায়তার দণ্ড ।-

(১) যেই ব্যক্তি কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান কিংবা কোন উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধান হইতে কোন শিশুকে পলায়ন করিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে বা প্রলুব্ধ করে, সেই ব্যক্তি; অথবা

(২) কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান অথবা কোন উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধান হইতে পালাইয়া যাওয়ার পর তাহাকে পুনরায় উক্ত স্থান বা ব্যক্তির নিকট প্রত্যাবর্তন করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য যেই ব্যক্তি জ্ঞাতসারে আশ্রয় দেয়, লুকাইয়া রাখে কিংবা বাধা দেয় বা অনুরূপ করিতে সাহায্য করে, তিনি এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড কিংবা পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে ।

ধারা ১০০ঃ মিথ্যা তথ্য প্রদানের ক্ষতিপূরণ ।-

(১) এই আইনের বিধানের অধীনে কোন ব্যক্তি কোন মামলা সম্পর্কে মিথ্যা, তুচ্ছ বা বিড়ম্বনাকর তথ্য প্রদান করিলে যাহার বিপক্ষে উক্ত তথ্য প্রদান করা হইয়াছে আদালত তাহাকে পঁচিশ হাজার টাকার উর্ধে যে কোন পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদান করিতে আদেশ দিতে পারিবে; অনুরূপ ক্ষতিপূরণ দানে ব্যর্থ ব্যক্তি অনধিক ছয় মাস মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিবে;

(২) ক্ষতিপূরণ দানের আদেশ প্রদানের পূর্বে আদালত উক্ত তথ্য প্রদানকারীকে কেন তাহার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবার আদেশ প্রদান করা হইবে না এইমর্মে কারণ দর্শাইবার নোটিশ প্রদান করিবে এবং তথ্য প্রদানকারী কোন কারণ দর্শাইলে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবে;

(৩) (১) উপ–ধারার অধীনে কোন ব্যক্তি কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইলে, দণ্ডবিধির ৬৮ ও ৬৯ ধারার বিধানাবলী যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে;

(৪) এই ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণ দানের জন্য আদিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ আদেশ প্রাপ্তির কারণে উক্ত তথ্য সংক্রান্ত কোন দেওয়ানী দায়-দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে না, তবে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদত্ত অর্থ এইরূপ বিষয় সম্পর্কিত পরবর্তীকালীন কোন দেওয়ানী মোকদ্দমার ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হইবে ।

ধারা ১০১ঃ এই ভাগে বর্ণিত অপরাধ আমলযোগ্য ।-

কোড- এ ভিন্ন কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও এই ভাগের অধীনে কৃত সকল অপরাধ আমলযোগ্য হইবে ।

সপ্তম ভাগ

একবিংশ অধ্যায়

বিবিধ বিধানাবলী

ধারা ১০২ঃ বিধি প্রনয়নের ক্ষমতা ।-

এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে বিধি প্রণয়ন করিবে ।

ধারা ১০৩ঃ শিশুর উপর জিম্মাদারের নিয়ন্ত্রণ ।-

এই আইনের বিধানাবলীর অধীন যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে শিশুকে সোপর্দ করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তি শিশুটিকে তাহার মাতা-পিতার ন্যায় নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং তাহার লালনপালনের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং শিশুটিকে তাহার মাতা-পিতা অথবা অন্য কোন ব্যক্তি দাবী করা সত্ত্বেও শিশু-আদালত বা শিশু কল্যাণ বোর্ড বা অন্য কোন আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য শিশুটি অব্যাহতভাবে তাহার তত্ত্বাবধানে রাখিবেন ।

ধারা ১০৪ঃ এই আইনের অধীনে গৃহীত মুচলেকা ।-

এই আইনের অধীনে গৃহীত মুচলেকার ক্ষেত্রে কোড-এর ৪২ ধারার বিধানাবলী যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে ।

ধারা ১০৫ঃ আইনী হেফাজত ।-

এই আইনের অধীনে কোন ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে কোন কাজ করিয়া থাকিলে বা করার অভিপ্রায় করিলে, ইহার কারণে তাহার বিরূদ্ধে কোন মামলা অথবা আইনানুগ কার্যধারা রুজু করা চলিবে না ।

-সমাপ্ত-